আদিপুস্তক ও যাত্রাপুস্তক

দশ আজ্ঞা

আদি পুস্তক ও যাত্রা পুস্তক

দশ আজ্ঞা

পাঠ্য পুস্তিকা ১

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

ভূমিকা

বেদ পাঠশালায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা এই পাঠক্রমে পরবর্তী ৩০টি পুস্তিকার সাহায্যে বাইবেলের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করব। অনুধাবনের এই যাত্রায় আমরা আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হব। আমরা বাইবেলে উপস্থাপিত প্রতিটি পুস্তকে প্রদর্শিত বহু দৃশ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ চিত্রগুলি অবলোকন করব, তার রূপরেখা অঙ্কন করব এবং যা শিখব তা প্রয়োগের উপায় নির্ধারণ করব।

বাইবেল এমন এক পুস্তক যা আমাদের বিহ্বল করে দেয়। কখন কোথায় কি ঘটেছে এবং কে কার সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং সেই সব কিছুর অর্থ কি, তা বোঝা বেশ কঠিন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রতিটি পদ, প্রহেলিকার প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ, এক গৌরবময় সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের ঐক্যবদ্ধ যাত্রার শেষে, আমার প্রার্থনা, আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে, বাইবেল কিভাবে সুসংবদ্ধ। বাইবেলের সমস্ত পুস্তক পরিভ্রমণ করার পর, আপনারা প্রতিটি পুস্তকের সংক্ষিপ্ত আলোকচিত্র লাভ করবেন এবং সেটি ঈশ্বর ও মানুষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে সমর্থ হবেন। আপনারা দেখবেন পুরাতন নিয়মের যুগে ঈশ্বর কিভাবে কার্য্যসাধন করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের আগমনে কিভাবে সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল, সেটাও শিখতে পারবেন। আপনারা অন্তরে যা বিশ্বাস করবেন, তা আপনাদের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং আপনারা এক নূতন দৃঢ় বিশ্বাসে ও নূতন যোগ্যতানুসারে, আপনাদের বিশ্বাস অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারবেন।

আমি আশা করি, আপনারা পৃথিবীর এই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক - এই বাইবেল অধ্যয়ন কালে আমাদের সঙ্গে থাকার পরিকল্পনা করবেন এবং এই পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য অন্যদেরও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাবেন। আপনাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন কারণ আমরা এখন যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত।

কাজের জন্য যন্ত্রপাতি

প্রেরিত পৌল আমাদের বলেছেন যে, বাইবেলের বিষয়বস্তুর সম্মুখীন হয়ে, হতবুদ্ধি বা লজ্জিত না হওয়ার একমাত্র উপায় হল, "একজন কারিগর" হওয়া। উপযুক্তরূপে বাইবেল অনুধাবনের একমাত্র পন্থা হল, এর জন্য পরিশ্রম করা। এইজন্য বাইবেল পাঠের আরম্ভেই আমি আপনাদের ঐকান্তিকভাবে ও সর্বান্তঃকরণে বাইবেল অধ্যয়ন করতে, নিজেদের

উৎসর্গ করতে আহ্বান করছি। অন্য কোন পুস্তক পাঠের জন্য এর থেকে বেশী, মনোযোগ, দৃঢ়তা কিংবা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। যদি আপনারা এই পর্যবেক্ষণমূলক অধ্যয়ন অপেক্ষা আরও গভীরতর অধ্যয়নে ইচ্ছুক হন, তাহলে শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বা উপায় অন্বেষণের অঙ্গীকার করুন।

পরিশ্রম ছাড়াও আরও কতকগুলি যন্ত্রপাতি আছে, যা আপনাদের এই অধ্যয়নের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে সাহায্য করবে। স্বাভাবিকভাবে প্রথমটি হল ঃ আপনার একটি বাইবেল প্রয়োজন, যদি সম্ভব হয় একাধিক অনূদিত বাইবেল এবং অবশ্যই আপনার একটি নোটবই ও পেন প্রয়োজন হবে।

ঠিক যেমন, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, ঘরের কোন কাজ অতি সহজে ও ফলপ্রসূরূপে সম্পন্ন করা যায়, তেমনি আপনাদের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে, অধিকতর ফলপ্রসূ বাইবেল অধ্যয়ন সম্ভব হবে। অধ্যয়নের সহায়ক বস্তুগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করুন এবং তার ফলে পাঠে যে পার্থক্য সূচিত হবে, তা আপনাকে মুগ্ধ করে তুলবে।

প্রথম অধ্যায়

বাইবেল ও তার সংগঠিত বিষয়বস্তু

বাইবেলের পৃথক পৃথক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করার পূর্বে, আসুন আমরা সামগ্রিকভাবে বাইবেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। কেনই বা এটিকে বাইবেল বলা হয় এবং কেনই বা অনেক সময় এটিকে বলা হয় 'পবিত্র বাইবেল'?

'বাইবেল' শব্দটি 'বিবলিয়া' শব্দ থেকে এসেছে, ল্যাটিন ভাষায় 'বিবলিয়া' পুস্তকের বহুবচন। অতএব বিবলিয়ার অর্থ হল "অনেকগুলি পুস্তকের সমাবেশ" — প্রকৃতপক্ষে ছেষট্টিটি পুস্তকের সমাবেশ। পবিত্র শব্দের অর্থ "যা কিছু ঈশ্বরের" অথবা "যা কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।" অতএব আক্ষরিক অর্থে পবিত্র বাইবেল হল, "ঈশ্বরের

কতকগুলি পবিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক" বা "ঈশ্বরের অধিকৃত এবং তাঁর কাছ থেকে আগত পুস্তকরাজির সমাবেশ।"

বাইবেলকে ঈশ্বরের বাক্যও বলা হয়। কেন? পিতর ও পৌলের ন্যায় প্রেরিতগণের এই অভিমত প্রকাশ করার কারণে। দ্বিতীয় তীমথিয় ৩:১৩-১৭ পদের সুন্দর উদাহরণ ঃ "শাস্ত্রের প্রতিটি উক্তিই ঐশ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, মানুষকে ধর্মশিক্ষা দিতে, তার ভুল দেখিয়ে দিতে, ত্রুটি সংশোধন করতে, আর সৎ জীবনের দীক্ষা দিতে শাস্ত্রের প্রতিটি উক্তিরই উপযোগিতা আছে। এতে ঈশ্বরের সেবক উপযুক্ত কর্মক্ষমতা পায়, প্রতিটি সৎকর্ম করার জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্যও পায়।"

বারংবার বলা হয়েছে, বাইবেল, ঈশ্বরের বিষয়ে মানুষের লেখা পুস্তকের সমাবেশমাত্র নয়। বরং এতে আছে ঈশ্বরের নিজের বলা কথা যা ১৫০০ থেকে ১৬০০ বৎসর ধরে, চল্লিশ জনেরও বেশী মানুষ, তাঁদের লেখনী দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন। যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ঐসব মানুষকে এই সকল পুস্তক লিপিবদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যেটিকে বলা হয় অনুপ্রেরণা, যার আক্ষরিক অর্থ হল "নিশ্বাসিত"। ২ পিতর ১:২১ পদে পিতরও ঐরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

"কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।"

'চালিত' শব্দের গ্রীক প্রতিশব্দ একটি সুন্দর কাল্পনিক চিত্র প্রদর্শন করে। সেই গ্রীক শব্দটি হল "Phero" যা থেকে "ferry" শব্দটিরও উৎপত্তি হয়েছে। এই গ্রীক শব্দটির অর্থ হল, তরঙ্গ চালিত কোন নৌকা বা বায়ু দ্বারা চালিত নৌকা এবং আপনারা এই চালিত শব্দের মধ্যে, পিতরের উপস্থাপিত অনুপ্রেরণার ধারণাটি লাভ করতে পারেন।

বাইবেলের সংগঠিত বিষয়বস্তু

বাইবেল কি তা জানার পর, আসুন আমরা দেখি এটি কিভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। সাধারণতঃ আমরা যা আশা করি, সেভাবে সময়ানুসারে বইগুলি সজ্জিত করা হয় নি বা লেখকের দ্বারা দলবদ্ধ করা হয় নি। পরিবর্তে পুস্তকগুলি বিষয় ও বার্তা অনুসারে সজ্জিত করা হয়েছে। বাইবেলের দুটি প্রধান বিভাগ হল, পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম। স্বভাবতই এই বিভাগ কিন্তু সব সময়ে ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যীশুর কালে

কিন্তু এই পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম ছিল না। তখন নূতন নিয়ম লেখা হয় নি, সেইজন্য যীশুর সময়ে যে পুস্তকগুলি ছিল, সেগুলিকে সহজভাবে বলা হত, "ঈশ্বরের বাক্য" বা "শাস্ত্র" নূতন নিয়ম লিপিবদ্ধ করার পর, যখন পুস্তকগুলি একসঙ্গে সন্নিবেশিত হল, তখন এই পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের পার্থক্য করা হল।

পুরাতন নিয়মের মূল বার্তা হল ঃ যীশুর আগমন। শাস্ত্র অনুসারে, আদিতে ঈশ্বর ও মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইল। যেহেতু ঈশ্বর বিদ্রোহ (পাপ) সহ্য করতে পারেন না, তিনি মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ফলে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটা 'বিচ্ছিন্নতা' সৃষ্টি হল। ঈশ্বর ও মানুষের এই বিচ্ছিন্নতা এমন এক মূলগত সমস্যা সৃষ্টি করল, যে বিষয়ে সমগ্র শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর আমাদের বলছেন, "ঐ বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছি, তোমরা কি তাতে বিশ্বাস কর?" নূতন নিয়মে ঈশ্বর আমাদের বলছেন, যদি আমি তোমাদের বলি যে, ঐ বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?" আপনারা দেখেছেন, পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে বলা হয়েছে যে যীশু আসছেন এবং তিনি ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট প্রাণীসকলের মধ্যের বিচ্ছিন্নতা দূর করে পুনর্মিলন ঘটাবেন। নূতন নিয়মে আমাদের এই শুভ সংবাদ দেওয়া হচ্ছে ঃ যীশু এসেছিলেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের বিচ্ছিন্নতা দূর করে পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন।

পুরাতন ও নূতন নিয়মের এই প্রধান বিভাগ ছাড়াও, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে আবার একাধিক বিভাগ করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিকে পাঁচটি পৃথক শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি পুস্তককে বলা হয় বিধানশাস্ত্র। এই পুস্তকগুলিতে ঈশ্বর আমাদের কোন্‌টা ভাল, আর কোন্‌টা মন্দ, সেই কথা বলেন, ধার্মিকতার জন্য তাঁর মানদণ্ড প্রদান করেছেন।

তারপরের দশটি হল, ইতিহাসধর্মী পুস্তক, যেখানে মূলতঃ বলা হয়েছে, যে ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ অনেক সময় ঐ বিধানগুলি মান্য করেছে, আবার অনেক সময় তা মান্য করে নি। তাদের কাহিনীগুলি আমাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ ও সতর্কতামূলক। বাইবেলে

বর্ণিত সমস্ত ইতিহাসের মূল পদটি নূতন নিয়মে পাওয়া যায়। পৌল আমাদের বলেছেন বাইবেলে বর্ণিত জাতির জীবনে যা কিছু ঘটেছিল, সবই আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ ও সতর্কতা প্রদানের নিমিত্ত। ঈশ্বরের বাক্য যা প্রদান করে, যখন তাঁরা তার বাধ্য হয়েছে, তাঁরা আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছেন। যখন তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করেছেন, তারা আমাদের কাছে সতর্কতামূলক হয়েছেন।

ইতিহাসধর্মী পুস্তকগুলির পর রাখা হয়েছে প্রজ্ঞামূলক গ্রন্থগুলি বা কাব্য পুস্তকগুলি। এই কাব্য পুস্তকগুলিতে, ঈশ্বরের যে সকল প্রাজ্ঞ লোক এ জগতে তাঁর কথা বলতে চেয়েছেন, তিনি তাদের হৃদয়ে কথা বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইয়োবের গ্রন্থে ঈশ্বর তাঁর দুঃখার্ত মানুষের হৃদয়ের কথা বলেছেন। গীতসংহিতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর আরাধনায় রত মানুষের হৃদয়ের কথা বলেছেন। হিতোপদেশ পুস্তকে ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের কথা বলেছেন, যাদের ব্যবহারিক জীবনে ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞানের প্রয়োজন। পরমগীতের কবিতাগুলিতে ঈশ্বর মানুষের প্রেমের কথা অনুপম কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই প্রতিটি গ্রন্থই বিশ্বাসীদের বাস্তব সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করে।

পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট অধ্যায়টিই হল সব থেকে দীর্ঘ। এটি হল প্রবক্তাদের গ্রন্থাবলী। এই অংশটিও প্রধান প্রবক্তাগণ ও অপ্রধান প্রবক্তাগণ — এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। এই বিভাগ তাদের ভাববাণীর গুরুত্বানুসারে নয় কিন্তু তাদের বক্তব্যের দৈর্ঘানুসারে করা হয়েছে। প্রধান প্রবক্তাগণ তাঁদের কথিত বাণী বিস্তৃততরভাবে বর্ণনা করেছেন!

নূতন নিয়মেও আমরা পাঁচ ধরনের পুস্তক দেখতে পাই। প্রথম চারটি গ্রন্থ, যীশুর জীবন-কাহিনী (যেগুলিকে সুসমাচারও বলা হয়); এই চারটি সুসমাচার লিখেছিলেন মথি, মার্ক, লূক ও যোহন। তারপরে প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ, একটি ইতিহাসধর্মী পুস্তক। তারপর কতকগুলি লিপি বা ধর্মপত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলি আবার দুই শ্রেণীর পৌলের ধর্মপত্র ও অন্যান্য ধর্মপত্র। নূতন নিয়মের প্রায় অর্ধেক অংশ ব্যাপি সন্নিবেশিত হয়েছে প্রেরিত পৌলের ধর্মপত্র - যেগুলি তিনি যীশুর পুনরুত্থানের পর স্থাপিত বিভিন্ন মণ্ডলীর উদ্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। অন্যান্য পত্রগুলি বিভিন্ন প্রেরিত দ্বারা লিখিত হয়েছিল। সবশেষে আর একটি প্রাবক্তিক গ্রন্থ - প্রকাশিত বাক্য সংযোজিত করা হয়েছে।

বাইবেল অধ্যয়ন করে, আমরা বুঝতে পারি, পুরাতন নিয়মের প্রাথমিক বক্তব্য

হল ঃ যীশুর আগমন। পুরাতন নিয়মে প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়েই সব কিছু বলা হয়েছে। এই বক্তব্যে লক্ষ্য রেখে নূতন নিয়মে চলে আসুন ঃ যীশু এসেছেন। নূতন নিয়মে সব কিছু এ বিষয়েই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইবেল এবং এর উদ্দেশ্য, গ্রন্থ-কর্তৃত্ব ও উৎপত্তি

উদ্দেশ্য

আদি পুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্য্যন্ত বাইবেল মূখ্যতঃ যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক গ্রন্থ। বাইবেল কোন সভ্যতার ইতিহাস নয় অথবা সৃষ্টি বিষয়ক কোন বৈজ্ঞানিক পাঠ্য পুস্তকও নয়। অনেকে মনে করেন বাইবেল প্রাথমিকভাবে উত্তম নৈতিক জীবনযাপনের একটি পুস্তকমাত্র;আবার অনেকে মনে করেন, বাইবেলে যীশুকে একজন শিক্ষক ও এই জীবনধারার দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টই বাইবেলের মূল প্রসঙ্গ। চারটি প্রধান উদ্দেশ্যে বাইবেলে এই মূল প্রসঙ্গটি সমর্থন করা হয়েছে। এই চারটি উদ্দেশ্যের প্রথমটি হল ঃ যীশু খ্রীষ্টকে এ জগতের ত্রাণকর্তা ও পরিত্রাতারূপে উপস্থিত করা। এখন এই প্রথম উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য আমাদের ত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। অতএব বাইবেলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, কোন্ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যীশুর আগমন হয়েছিল, সেটি প্রদর্শন করা।

কিন্তু আদি পুস্তকের ১২ অধ্যায় থেকে এই কাহিনী যেন একটু শিথিল হয়ে গেছে। এই অধ্যায় থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্য্যন্ত পরবর্তী ১,১৭৮টি অধ্যায়ে, পথ-প্রদর্শক রেখা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই অধ্যায় থেকে প্রধানতঃ অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের কথা বলা হয়েছে - বিশেষতঃ সেই বংশধরের কাহিনী বলা হয়েছে, যিনি হলেন, মশীহ, যীশু খ্রীষ্ট - যাঁর মধ্য দিয়ে জগতের সমস্ত জাতি আশীস ধন্য হয়েছে।

এই প্রথম দুটি উদ্দেশ্য অনুধাবন করার পর, আমাদের কাছে পরবর্তী উদ্দেশ্য দুটি স্বাভাবিকভাবেই উন্মিলীত হয়। তৃতীয় উদ্দেশ্য হল, অবিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস আনয়ন করা এবং চতুর্থ উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের কিরূপ জীবনযাপন আশা করেন, সেটি বিশ্বাসীদের কাছে প্রদর্শন করা।

বাইবেলের গ্রন্থ-কর্তৃত্ব

বাইবেলের পুস্তকগুলি কারা রচনা করেছেন? কখন এবং কোথায়? কি ভাষায় বা কোন্ কোন্ ভাষায়? এখনও কি কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়? কোন্ পুস্তকগুলি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করে, সেটি আজকের দিনের সুসজ্জিতরূপ কে প্রদান করেছিলেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, আপনি বেশী দূর বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারবেন না।

অতএব আসুন, আমরা প্রথমে বাইবেল লেখকদের নিয়ে আলোচনা করি। আমরা আগেই বলেছি, ঈশ্বর মানুষের লেখনীর মধ্য দিয়ে এই বাইবেল লিখেছিলেন (আমরা পরে কারা সেই সব মানুষ, সে কথা আপনাদের জানাব)। যখন আমরা বলি যে ঈশ্বর এইসব পুস্তক রচনা করেছেন, তখন প্রথমে আমাদের দুটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। প্রথম শব্দটি হল প্রত্যাদেশ। সাধারণভাবে প্রত্যাদেশ হল, সেই সব উপায়, যেমন প্রকৃতি, পবিত্র আত্মা, প্রবক্তাগণ ও অন্যান্য নানা উপায়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, মানুষের কাছে ঐশ সত্য প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় শব্দটি হল অনুপ্রেরণা। ঈশতত্ত্ববিদ্গণের মতে অনুপ্রেরণা হল "বিশেষ ধরনের প্রত্যাদেশ।" বাইবেল ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ। এর আদি আছে, অন্তও আছে। ঈশ্বর প্রায় ষোল শত বৎসর ধরে, মানুষকে এই পুস্তকগুলি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কিন্তু যখন প্রকাশিত বাক্যের শেষ শব্দটি লেখা হল, এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সমাপ্ত হল। এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ বা বিশেষ ধরনের অনুপ্রেরণা আর কখনও ঘটে নি।

ঈশ্বর, বাইবেলের পুস্তকগুলি রচনা করেছেন এটা জানার পর আমাদের দেখতে হবে কোন কোন ব্যক্তিগণ এই পুস্তকগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন? সেই সকল ব্যক্তিরা হলেন একাধিক রাজা, ধীবর, মেষপালক, সেনাধ্যক্ষ, পুরোহিত ও ডুমুর-সংগ্রহকারী। একজন ছিলেন কর-আদায়কারী। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন নানাধরনের মানুষ।

বাইবেলের উৎপত্তি

কোন পুস্তকগুলি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এ সিদ্ধান্ত কারা এবং কখন গ্রহণ

করেছিলেন? কিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল?

প্রায় ১০০ খ্রীষ্টাব্দে, জামনিয়া অধিবেশনে, পুরাতন নিয়ম সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল, যদিও তারও তিন বা চারশত বৎসর পূর্ব থেকে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। পুস্তকগুলির মানবীয় লেখকদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রবক্তা ও ফরীশীদের সুখ্যাতির উপর ভিত্তি করে, সেগুলি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এইসকল পুস্তকের অধিকাংশ ইব্রীয় ভাষায় লেখা হয়েছিল।

নূতন নিয়মের অধিকাংশ পুস্তক গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে ট্রুলান অধিবেশনে মনোনীত ও সংকলিত করা হয়েছিল। যে মানদণ্ড অনুসারে এই মনোনয়ন করা হয়েছিল, সেটিকে বলা হয় কেনোনাইজেশন বা সিদ্ধ তালিকাভুক্তকরণ এবং এরমধ্যে তিনটি নীতি আছে ঃ

১। পুস্তকটি কোনো একজন প্রেরিত অথবা প্রেরিতের ঘনিষ্ঠতম কোনো ব্যক্তির দ্বারা কি লিখিত হয়েছিল?

২। পুস্তকটির কি এমন আত্মিক ও আরাধনাগত উপাদান আছে, যা বিশ্বাসীগণকে অনুগ্রহ বিতরণ করতে পারে?

৩। এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্য প্রত্যাদৃষ্ট পুস্তকের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং এই পুস্তকের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে সমগ্র মণ্ডলীর মধ্যে সার্বিক ঐক্যমত আছে কিনা?

কিভাবে বহুদিন পূর্বে লিখিত এই পুস্তকগুলি আমরা আজও পেয়ে যাচ্ছি? সেগুলি খুবই যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা কোন আদি (প্রাচীন) পাণ্ডুলিপি পাইনি ঃ কাগজ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। অবশ্য আমরা খুব ভাল নকল পেয়েছি। বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ সব পাণ্ডুলিপি আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

উপসংহার

আমরা কিভাবে সত্যই জানতে পারি যে, বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য? কিভাবে আমরা নিশ্চিত হব যে সঠিক পুস্তকগুলি মনোনীত করা হয়েছে, নকল বা অনুবাদ করার সময় কোন ভুল করা হয় নি? জানার একটি মাত্র উপায় আছে এবং যীশু আমাদের

সেই উপায়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, "যদি কোন ব্যক্তি একান্তভাবে চায়, সে জানতে পারবে।" এটা আপনাদের হৃদয়েই পাওয়া যাবে। যখন আপনারা কাজ করার ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আসবেন, আর সেখানে যা পাবেন সেই অনুসারে কাজ করবেন, তখন আপনাদের জীবনে এমন প্রচণ্ড পরিবর্তন আসবে যে আপনারা তখন বলবেন, "এটাই ঈশ্বরের বাক্য। এটা হতেই হবে। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই।"

তৃতীয় অধ্যায়

বাইবেল কিভাবে অধ্যয়ন করতে হবে

যখন আমরা প্রকৃতই বাইবেল অধ্যয়ন করতে শুরু করব, আমাদের যত্নশীল ও বিজ্ঞ হতে হবে। এই চারদফা প্রক্রিয়া হল অধ্যয়নের এক ফলপ্রসূ পদ্ধতি ঃ পর্য্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক।

প্রথম হল পর্য্যবেক্ষণ। যখন আপনারা বাইবেলের কোন অনুচ্ছেদ পাঠ করবেন, আপনাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে হবে, "এখানে কি বলা হচ্ছে?" তারপর ব্যাখ্যা করতে হবে, যখন আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন "এর অর্থ কি?" তারপর প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনাদের প্রশ্ন করতে হবে, "আমার কাছে এর অর্থ কি?" পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রশ্ন করতে হবে, "শাস্ত্রের এই অংশটি বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?"

শাস্ত্রে কি বলা হচ্ছে এবং তার অর্থ কি - সেটা জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি আপনারা সেই অনুসারে কাজ না করেন, তাহলে আপনাদের অধ্যয়ন অর্থহীন। যখন আপনারা প্রয়োগ স্তরে উপস্থিত হবেন, তখন আপনাদের ক্ষেত্রে ঐ অনুচ্ছেদের প্রায়গিক অর্থ সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নটি আরও নির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। শুরুতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের চেষ্টা করুন ঃ

- এখানে কি অনুসরণযোগ্য কোন দৃষ্টান্ত আছে?
- এখানে কি শ্রবণযোগ্য কোন সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে?
- এখানে কি মান্যযোগ্য কোন আদেশ করা হয়েছে?
- এখানে কি এমন কোন পাপের কথা বলা হয়েছে, যা পরিত্যাগ করতে হবে?
- এখানে কি ঈশ্বর অথবা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন নতুন সত্য প্রকাশিত হয়েছে?
- এখানে কি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে কোন নতুন সত্য প্রকাশিত হয়েছে?

বাইবেল অধ্যয়নকালে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম মনে রাখা প্রয়োজন। তারমধ্যে একটা হল, যখন আপনি শাস্ত্রের কোন অংশ পাঠ করবেন, মনে রাখবেন ঃ যদিও আপনি তার একটা ব্যাখ্যা করছেন, তার সহস্রাধিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্রাংশ আপনার জীবনে কিভাবে প্রযুক্ত হতে পারে, সে সম্পর্কে আপনার শক্তিশালী মনোভাব থাকতে পারে কিন্তু দয়া করে পবিত্র আত্মাকে, অন্যের জীবনে পৃথকভাবে, ঐ শাস্ত্রাংশকে প্রয়োগ করতে দেবেন।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু বাইবেল খ্রীষ্ট বিষয়ক পুস্তক, আপনাকে অবশ্যই অধ্যয়নকালে শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে অবলোকন করতে হবে। তৃতীয়তঃ যদি কোন পদ আপনার অস্পষ্ট বা হেঁয়ালি বলে মনে হয়, তাহলে সুস্পষ্ট অর্থযুক্ত অন্যান্য পদের আলোকে সেটি সর্বদা ব্যাখ্যা করবেন। এমন অনেক পদ আছে, যেগুলি অনুধাবন করা কঠিন নয়। কঠিনতর পদগুলি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য, সহজতর পদগুলির উপর নির্ভর করুন।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ঃ মনের মধ্যে পূর্ব থেকেই কোন বিশেষ অর্থ ধরে নিয়ে, শাস্ত্রের কোন অংশ পাঠ করবেন না। আপনি হয়তো সেই শাস্ত্রাংশটি সম্পর্কে একেবারে সঠিক চিন্তা করছেন কিন্তু আবার নাও করতে পারেন। যদি আপনি মনে করেন যে আপনি যা জানেন সেটাই নিশ্চিতরূপে সঠিক, তাহলে পবিত্র আত্মার পক্ষে আপনাকে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হবে।

বিশেষতঃ আপনি যদি বাইবেল শিক্ষা দেন, তাহলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল, অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে, আপনি নিজে সেটি পালন করতে ইচ্ছুক হবেন। আরও

একটি নীতি আছে। সব সময় মনে রাখবেন ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, অতএব প্রার্থনা-সহকারে তাঁর বাক্যের প্রতি অগ্রসর হন এবং পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে সব কিছু প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

আরও একটি ইঙ্গিত দিচ্ছি ঃ বাইবেলের যে কোন অনুচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক বিষয় সব সময় মনে রাখবেন। আপনি যদি প্রসঙ্গ ছাড়া কখনও কোন উদ্ধৃতি দেন, আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি যা বলতে চান নি, হয়তো সেই কথাই বলে ফেলেছেন। ঠিক সেইভাবে শাস্ত্রের কোন একটি পদকে আপনি যদি তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য পদ থেকে পৃথক করে দেন, আপনি সেই পদটি প্রায় যে কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রসঙ্গ ছাড়া কোন একটি বিচ্ছিন্ন পদ অধ্যয়ন করলে, অবশ্যই তার ভ্রান্ত-ব্যাখ্যা হতে পারে।

আর এখন বাক্য অধ্যয়নের ভিত্তিমূল স্থাপনের পর, আমরা প্রথম পুস্তক - আদি পুস্তকের খনন কার্য্য শুরু করব। আরম্ভ করার পূর্বে আপনাদের জন্য আমার প্রার্থনা এই ঃ যেন আপনি ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ করতে পারেন ..... এবং ঈশ্বরের বাক্যও আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

আদিপুস্তক - উৎপত্তি বিষয়ক পুস্তক

আদিপুস্তক বিশ্বজগৎ ও মানবজাতির উৎপত্তি-বিষয়ক পুস্তক। "আদি" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল "আরম্ভ"। এই পুস্তকটি দ্বারাই বাইবেল শুরু হয়েছে। কিন্তু এটি উৎপত্তি বিষয়কও পুস্তক। প্রথমে এই বিশ্বজগৎ উৎপত্তির কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

আদিপুস্তকে ঈশ্বর আমাদের, মানুষের কথা বলেছেন, শুরুতে সে কেমন ছিল এবং এখন কি হয়েছে। এটা আমাদের নিজেদের বুঝতে সাহায্য করে। তিনি আমাদের পাপের কথা বলছেন। কিভাবে পাপের উৎপত্তি হল, জানা থাকলে, আমরা আজকের দিনে পাপের

ফলাফল বুঝতে পারব। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে তিনি মানুষের সঙ্গে প্রথম ভাববিনিময় করেছিলেন এবং এই সহজ সরল কথাবার্তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, তিনি আজকের দিনেও কিভাবে আমাদের সঙ্গে ভাববিনিময় করে থাকেন। কোয়িন ও হেবলের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে, আমরা দেখতে পাই, কিভাবে সংঘর্ষের সূচনা হয়েছিল এবং আমরা আজকের দিনের বিবাদ-সংঘর্ষের স্বরূপ বুঝতে পারি।

ছয় থেকে নয় অধ্যায়ে, আমরা পৃথিবীর প্রথম প্রাকৃতিক বিপর্যয় - জলপ্লাবনের কথা পাঠ করি। আর এই কাহিনীতে আমরা পরিত্রাণের একটা চিত্র দেখতে পাই। নোহের বিশ্বাসের কারণে ঈশ্বর তাঁকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আর আমরা যদি বিশ্বাস করি, আমরাও পাপের বিনাশ থেকে রক্ষা পাব।

এই পুস্তকের অবশিষ্ট অংশে আমরা কাহিনীর পর কাহিনীতে দেখতে পাই চূড়ান্তভাবে ঈশ্বর ভারপ্রাপ্ত একজন। একই চিন্তার পুনরুক্তি দেখে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আজকের দিনেও তিনি আমাদের সব ভার গ্রহণ করেন।

আজ আপনার প্রধান কাজ হল, আদি পুস্তক পাঠ আরম্ভ করা। আর সেটা করার সময়, আপনি নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন ঃ

- সকল বস্তু সম্পর্কে এখানে কি বলা হয়েছে?
- আজকের দিনের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?
- আর সেটি আমার চিন্তা ও আমার জীবন কিভাবে পরিবর্তিত করতে পারে?

পঞ্চম অধ্যায়

সৃষ্টিতত্ত্ব কি বিশ্বাসযোগ্য?

আদিপুস্তক প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র বাইবেল সৃষ্টির কাহিনী দিয়ে আরম্ভ হয়েছে।

এখন, এই ঘটনার তাৎপর্য হিসাবে বলা যায়, সমস্ত বিবরণটি একটি সমগ্র ও অর্ধ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কি কারণে এটা করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, এই পুস্তকটিতে যা কিছু ছিল, সেই সম্পর্কেই বলা হয় নি কিন্তু সব কিছু যেন আমরা বুঝতে পারি, সেই ভাবেই বলা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের কোন কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন না। তাঁর পক্ষে নিজেকে সমর্থনের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সত্য বলে প্রমাণ করার বাসনা তাঁর নেই কিন্তু তিনি সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান, যেন আমরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে আমাদেরও সম্পর্ক অনুধাবন করতে সাহায্যলাভ করি।

তথাপি, বাইবেলে সম্ভবতঃ সব থেকে বেশী বিতর্কিত বিষয়টি আলোচনা না করে, আমরা এই পুস্তকটি উপেক্ষা করতে পারি না। সৃষ্টি বিষয়ে আমরা দুটি চরম মতবাদ দেখতে পাই। প্রথমতঃ একদিকে বলা হয় আদিপুস্তকের সৃষ্টির বিবরণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্য নয়, অতএব বাইবেল ঈশ্বরের প্রত্যাদৃষ্ট বাক্য হতে পারে না। অন্য দিকে একথাও বলা হয়, 'বাইবেল কি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্য' — এটা আসল প্রশ্ন নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন হল, "বিজ্ঞান কি বাইবেলসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্য?" যাঁরা এই মত পোষণ করেন, তারা বলেন, "বাইবেল পরীক্ষা নির্ভর নয়, কিন্তু বিজ্ঞানই পরীক্ষা নির্ভর।"

প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কিভাবে জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে বাইবেল ও বিজ্ঞান কি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

আমাদের সামনে, কতকগুলি বিষয় রাখা প্রয়োজন। সর্বপ্রথমে, বিজ্ঞানের প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের কোন স্থান নেই। এর অর্থ এই নয় যে, একজন বিজ্ঞানী কখনও ভক্ত বিশ্বাসী হতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞান হল স্বীকৃত সত্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পাঠ, যা পর্য্যবেক্ষণ বা বস্তুগতভাবে ওজন, পরিমাপ বা প্রমাণ করা যায়। এটি পরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ঈশ্বরের প্রকৃতিগতভাবেই, উপযুক্ত এভাবে অধ্যয়নের উপযুক্ত নয়। একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরের প্রতি অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরের কাছে আসার একমাত্র উপায় হল - বিশ্বাস, যেমন ইব্রীয় ১১:৬ পদে আমাদের বলা হয়েছে ঃ "কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা।"

আমরা পাঠ করি ঃ "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন," (আদি ১:১)। তারপর আমরা পাঠ করি ঃ "পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন" (২)।

বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের আত্মা সৃষ্টি উপর গতিশীল ছিল এবং সৃষ্টিকে

গড়ে তুলতো, চালনা করতো ও পরিবর্তন করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আদিপুস্তকের ১:৯ পদে বলা হয়েছে, *"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল।"*

ঈশ্বর বলেন নি, "স্থলভাগ গঠিত হউক।" এই মুহূর্তে স্থলভূমি সৃষ্টি হয় নি। সৃষ্টির প্রারম্ভিক কার্য্য দ্বারা আপাতভাবে স্থলভাগ সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেটি জলের নীচে ছিল। এই পদে সেটি উন্মোচিত হল। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, একসময় স্থলভূমি জলের নীচে ছিল।

"bara" বা "সৃষ্টি" শব্দের অর্থ হল, শূন্য থেকে কিছু তৈরী করা। এই সৃষ্টির বিবরণে এই শব্দটি মাত্র তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পদে বলা হয়েছে, আদিতে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন। সৃষ্টির এই প্রথম কার্য্যে বিশ্বজগৎ, পৃথিবী ও গাছপালা সৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ২ থেকে ২০ পদের বাক্যগুলি পৃথক ধরনের। এই বাক্যগুলিতে পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছে অথবা স্থিতিশীল কোনকিছু নিয়ে, তাতে পরিবর্তিতরূপ দান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদিত হয়েছিল জলের মধ্যে। ২১ পদে আমরা পাঠ করি ঃ

"তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের, এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম" (২১ পদ)।

এখানে পুনরায় আমরা বাইবেলের বিবরণ ও বিজ্ঞানের মধ্যে ঐক্য দেখতে পাই। বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত যে জলেই প্রাণীজীবন শুরু হয়েছিল এবং আদি পুস্তকে সেই কথা লেখা আছে।

পরবর্তী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ২৭ পদে ঃ *"পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"*

আদিপুস্তকের সৃষ্টির বিবরণে, এ মহাবিশ্বের সবকিছুর উৎপত্তির কথা প্রকাশিত হয়েছে। এইসকল প্রাথমিক সৃষ্টির কার্য্যের পরও ঈশ্বরের আত্মা এই আদি সৃজন পরিবর্তন ও বিকশিত করেন। বিজ্ঞানীগণ যে নানাধরনের জীবনের বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন এর সঙ্গে সেটির তুলনা করা যায় এবং এই প্রসঙ্গে আমি এই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বিবর্তনবাদের এক সামঞ্জস্য দেখতে পাই।

অবশ্য যে বিষয়ে সৃষ্টিতত্ত্বে-বিশ্বাসীগণ ও বিবর্তনবাদীগণ পৃথক মত পোষণ করেন, সেটিকে আমি বলি, তিনটি অনুল্লখিত যোগসূত্র। এই তিনটি অনুল্লখিত যোগসূত্র তিনটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় ঃ এসব কিভাবে আরম্ভ হল? উদ্ভিদ জীবন কিভাবে প্রাণী জীবনে পরিণত হল? প্রাণী জীবন কিভাবে মনুষ্য জীবনে পরিণত হল? এই অনুল্লিখিত যোগসূত্রগুলির কোন ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। যদিও আদিপুস্তকে পাওয়া যায়। আদিপুস্তকে এর উত্তরের বিবরণ হল সম্পূর্ণভাবে "bara" — ঈশ্বর নির্মিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানুষের জন্ম

আমরা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কথা আলোচনা করেছি, এবার আসুন আরও ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রবেশ করি। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব যে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে আদিপুস্তকে কি বলা হয়েছে। মনে রাখবেন আদিপুস্তকের উদ্দেশ্য হল, সবকিছু কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে বলা, যেন আমরা আজকের দিনের সবকিছুর স্বরূপ বুঝতে পারি। মানবজাতির উৎপত্তি বিষয়ে উপস্থিত হয়ে, আমরা আমাদের নিজেদের বিষয়েই আলোচনা করব। মানব সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদিপুস্তকে কি বলা হয়েছে? কিভাবে পুরুষ ও নারী সৃষ্টি হয়েছিল সেই বর্ণনা পাঠ করে, আসুন আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি।

ঈশ্বর কহিলেন, *"আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে .... কর্তৃত্ব করুক"। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, "তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও*

এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর।" .... আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, "মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি।" .... পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সে স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। .... এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে (আদিপুস্তক ১:২৬-২৮; ২:১৮; ২১-২৪)।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে

এই পরিচ্ছেদ থেকে আমরা প্রথম যে বিষয়টি দেখতে পাই তা হলো এই যে মানুষকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই শব্দগুলি আমাদের পরিচিত কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি? যেহেতু ঈশ্বর এক আত্মা, তাঁর কোন দেহ নেই, অতএব সম্ভবতঃ আমরা যা ভাবি, এখানে সে কথা বলা হচ্ছে না। এখানে আমাদের আত্মিক হওয়ার প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে। এই আত্মিক দিক থেকেই আমরা ঈশ্বরের ন্যায় হতে পারি। অবশ্য আদি পুস্তক ৩ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, যখন আদম ও হবা পাপ করলেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য নষ্ট হয়ে গেল। সেই স্থান থেকে, শাস্ত্রে মূলগত যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেটি হল, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি "পুনঃসৃষ্টি" করা। আদিপুস্তকের ১ ও ২ অধ্যায়ে আদিতে মানুষ কিরূপে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই রূপ বর্ণিত হয়েছে এবং আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে মানুষ এখন কিরূপ, সেই কথাও বলা হয়েছে।

পুরুষ ও নারী

মনুষ্য সৃষ্টির বিষয়ে আমরা আর একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে, ঈশ্বর তাঁদের পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। অজ্ঞান বা অবশ করে শল্যচিকিৎসার এটাই প্রথম উদাহরণ। ঈশ্বর হলেন প্রথম শল্যচিকিৎসক। তিনি আদমকে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করলেন; তারপর তাঁর পাঁজরের হাড় কেটে নিলেন এবং সেই পাঁজরের হাড় থেকে নারীকে সৃষ্টি করলেন। এই প্রতীকটি অতি সুন্দর। ঈশ্বর নারীকে পুরুষের মাথা থেকে গ্রহণ করেন নি, যেন সে তাঁর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে এবং তিনি তাঁকে তাঁর পা থেকেও গ্রহণ করেন নি, যেন সে তাঁকে সেবা করতে পারে। তিনি তাকে তার পাঁজর থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যেন সে তার হৃদয়ের সান্নিধ্যে থাকতে পারে।

ঈশ্বর কেন নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন? "একাকী" শব্দের ইব্রীয় প্রতিশব্দটির উপযুক্ত অনুবাদ হল "অসম্পূর্ণ"। "সহকারিণী" শব্দটি "পরিপূরক" রূপে অনুবাদ করা যায়। যদি আপনি ইব্রীয় ব্যাকরণ লক্ষ্য করেন, আপনি দেখবেন যখন ঈশ্বর এই পুরুষকে ও এই নারীকে একত্র করলেন, যেটাকে আজকের দিনে আমরা "পবিত্র বিবাহ" বা দৈহিক মিলন বলি, সেই পুরুষ ও নারী একটি সম্পূর্ণ মানুষ গড়ার জন্য একাঙ্গ হল।

এখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, ঈশ্বর যখন সেই পুরুষ ও সেই নারীকে একত্র করলেন, তিনি আজকের জগতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। এটাকে আমরা বলি পরিবার বা গৃহ। পুরুষ ও নারী করে গড়ার পশ্চাতে ঈশ্বরের এক পরিকল্পনা ছিল। তিনি সেই পুরুষ ও নারীকে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গী করলেন, যেন তারা পিতামাতা হতে পারে। আর তারপর, পিতামাতা হিসাবে মানুষ সৃষ্টি করবে, যারা নিজেরা একদিন পরস্পরের সঙ্গী ও পিতামাতা হবে এবং সন্তান উৎপাদন করবে, যারা আবার পরস্পরের সঙ্গী ও পিতামাতা হবে। সমগ্র মানব পরিবারের জন্ম, লালন-পালন ও নির্দেশদানের এটাই হল মহান নিয়ম।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক অংশীদারত্ব, জীবনের জন্য ঈশ্বরের মূল নিয়মের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেইজন্য ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। একটি ত্রিভুজের চিত্রে সর্বোচ্চ চূড়ায় ঈশ্বরকে রাখুন এবং নিচে বামদিকের কোণে পুরুষ ও বিপরীত কোণে নারীকে রাখুন। যদি পুরুষ ও নারী উভয়েই একই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং পুরুষের ন্যায় নারীও ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে চায়, তখন তারাও পরস্পরের কাছাকাছি আসবে।

আদিপুস্তকে আপনি যখন বিবাহের কথা পাঠ করবেন, তখন আপনি দেখবেন, এটি দুদিক থেকে এক নিবিড় সম্পর্কের কথা বলে। বিবাহের কারণে পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে পরিত্যাগ করে। সে কুড়ি বা পঁচিশ বৎসর যে পরিবারে কাটিয়েছে, সেটি ত্যাগ করে। আবার এই বিবাহের কারণে সে অন্য সকলকে পরিত্যাগ করে। সে তার জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগুলি একান্তভাবে তার স্ত্রীর সঙ্গে কাটায়। নারীও পুরুষের প্রতি একান্তভাবে দায়বদ্ধ থাকে। এই কারণে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারি এবং আমাদের ইচ্ছানুসারেও কাজ করতে পারি। এটাই বিবাহের জন্য ঈশ্বরের প্রাথমিক পরিকল্পনা।

সপ্তম অধ্যায়

তুমি কোথায়?

আদিপুস্তকের অন্যতম অতি পরিচিত অংশ হল, তৃতীয় অধ্যায়, যেখানে আমরা আদম ও হবাকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করতে দেখি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কিভাবে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সে ঈশ্বরের অভিপ্রেত জীবন যাপন করতে শুরু করেছিল। এই অধ্যায়ে পাপের স্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে - তখন যা ছিল এবং আজকের দিনে যা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আমরা প্রতিদিন বহুবার যে সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হই, আদম ও হবাও সেই সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়েছিল। আমরা এটি ঈশ্বরের পথে পেতে চলেছি বা আমাদের নিজেদের পথে পেতে চলেছি? ঈশ্বর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেইজন্য আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় কাজ করতে পারি অথবা নিজেদের ইচ্ছায় কাজ করতে পারি।

আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে এই সমস্যা সর্বপ্রথম কিভাবে ঘটেছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সেই উভয় ইচ্ছার যুদ্ধ বর্ণনা করা হয়েছে, যেন আমরা আজকের দিনে আমাদের জীবনে সেই যুদ্ধের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি। আর একটু পূর্বে ২:৮-৯ পদে এর পরিপ্রেক্ষিতটি বর্ণিত হয়েছে।

সদাপ্রভু ঈশ্বর এদনের পূর্বদিকে একটি উদ্যান তৈরী করে সেখানে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে তিনি রেখেছিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই উদ্যানের ভূমিতে দৃষ্টি মনোহর ও উত্তম ফল উৎপাদক সব ধরনের বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে ছিল জীবন বৃক্ষ এবং সদ্‌সদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ।

কোনভাবে লোকে এই ধারণা পেয়েছে যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষটি ছিল, একটা আপেল গাছ কিন্তু এখানে বা তিনের অধ্যায়ে কোথাও আপেলের উল্লেখ করা হয় নি। পরিবর্তে আমরা জীবন-বৃক্ষ ও সদ্‌সদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের উল্লেখ দেখতে পাই।

এখন আরও এগিয়ে যাওয়ার পূর্বে, এখানে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এই কাহিনী ঐতিহাসিক কিন্তু রূপকের আকারবিশিষ্ট। রূপক হল এমন এক কাহিনী যেখানে ব্যক্তি, স্থান ও বিভিন্ন জিনিসের ঐতিহাসিক বা সুস্পষ্ট অর্থ ছাড়াও একটা অতিরিক্ত অর্থ থাকে এবং সেটি সাধারণতঃ নৈতিক জ্ঞানযুক্ত হয়।

এদন উদ্যানের বর্ণনায় আমরা যে প্রকার গাছের কথা পাঠ করি, তার থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বর এখানে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে চলেছেন। প্রাধান্য অনুসারে লক্ষ্য করুন

ঃ সর্বপ্রথমে এই বৃক্ষগুলি মানুষের চোখের প্রয়োজন পূরণ করবে, তারপর সেগুলি তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবে, এবং তারপর সেগুলি তাদের জীবনদান করবে। কিন্তু সেখানে জ্ঞানবৃক্ষও ছিল এবং ঈশ্বর সেই বৃক্ষের কতকগুলি সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে যেখানে প্রথম পাপের কাহিনী বলা হয়েছে, লক্ষ্য করুন, সেখানে প্রাধান্যের ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে নয়ন, দ্বিতীয় খাদ্য, তৃতীয় জীবন ও জ্ঞান কখনই নয় — এইভাবে রাখার পরিবর্তে, তারা প্রথমে খাদ্য, তারপর নয়ন, তারপর জ্ঞান এইভাবে রাখার ফলে তাদের কখনই জীবনে উত্তোরণ ঘটে নি। পরিবর্তে তাদের আত্মিক মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ পদে বলা হয়েছে, "মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয়, তাহাতেই মনুষ্য বাঁচে।" আমরা যখন আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ও বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য বাইরে গিয়ে উপায় খুঁজতে থাকি, তখন আমরা প্রকৃতভাবে বাঁচি না। এই পদ অনুসারে, সত্য জীবন তখনই শুরু হয়, যখন আমরা ঈশ্বরের মুখ নির্গত প্রতিটি বাক্য পালন করি।

ঈশ্বর আদম ও হবাকে উদ্যানে রেখে, তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু যুগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রয়োজন জানতেন কারণ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। যেহেতু তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের প্রয়োজনও অবগত আছেন এবং আমাদের সব কিছু যুগিয়ে দেওয়ার বাসনাও তাঁর আছে।

এখন আপনি হয়তো ভাবছেন, প্রাধান্যের তালিকায় চোখকে কেন প্রথমে রাখা হয়েছে। শাস্ত্রে যেখানে চোখের কথা বলা হয়েছে, সেখানে সব সময় আক্ষরিক অর্থে চোখকে বোঝানো হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মথি ৬:২২-২৩ পদে যীশু বলেছেন, "চক্ষুই শরীরের প্রদীপ, অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে।" যীশু এখানে শারীরিক দৃষ্টি শক্তির কথা বলছেন না। তিনি এখানে আমরা যেভাবে বিভিন্ন বস্তু দেখি, আমাদের মনোভাব ও জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছেন। এবং ঈশ্বর যখন এদন উদ্যানের দৃষ্টিনন্দন বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিচ্ছেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে বলতে চাইছেন, তারা তাদের সার্বিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য, অবশ্যই তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। তাদের সবথেকে বড় যে প্রয়োজন ছিল এবং আমাদের সবথেকে বড় প্রয়োজন হল, বিভিন্ন বস্তুর প্রতি আমরা কিভাবে দৃষ্টিপাত করব, ঈশ্বর আমাদের তা দেখিয়ে দেবেন।

এই অধ্যায়ে আমরা আরও একটি চিত্র দেখতে পাই। প্রলোভিত হওয়ার পর আদম

ও হবা সদাপ্রভু ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তিনি তখন সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ বাতাসে উদ্যানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। আর আদম ও তার স্ত্রী উদ্যানের গাছপালার মধ্যে সদাপ্রভু ঈশ্বরের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডেকে বললেন, "তুমি কোথায়?" (৮-৯ পদ)।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, আদম ও হবার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রথম কথাবার্তা শুরু হয়েছিল, একটা প্রশ্নের মাধ্যমে, "তুমি কোথায়?" "তুমি যে উলঙ্গ ইহা তোমাকে কে বলিল?" (আদিপুস্তক ৩:৯-১১)। অবশ্য ঈশ্বর পূর্বেই এর উত্তর জানতেন। তিনি সব সময় সর্বত্র আছেন, সব কিছু দেখছেন। আদম ও হবা যা জানতো না, সেটা জানানোর জন্যই ঈশ্বর তাদের ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্ন দুটি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যেন তারা চিন্তা করতে পারে। আপনি দেখবেন, ঈশ্বর যখন প্রশ্ন করছেন, "তুমি কোথায়?" তিনি প্রকৃতই জিজ্ঞাসা করছেন, "তুমি আমার কাছ থেকে কেন লুকিয়েছ?"

আদম যখন স্বীকার করল যে সে উলঙ্গ, আর সেইজন্য সে লুকিয়েছে - তারপর ঈশ্বরের দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমার একটি প্রিয় প্রশ্ন, "তুমি যে উলঙ্গ, ইহা তোমাকে কে বলিল?" (১১ পদ) ইব্রীয় ভাষায় আক্ষরিকভাবে প্রশ্নটি হল "কেই বা তোমাকে জানাল?" বাস্তবিক এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হল, ঈশ্বর সেই সংবাদের উৎস, ঠিক যেভাবে তিনি সকল সংবাদের উৎস। কোন কোন সংবাদ তিনি আমাদের জানাতে চান এবং কিছু সংবাদ থেকে আমাদের দূরে রাখতে চান কিন্তু এমন কোন সংবাদ নাই, যা তাঁর অবগত নয়। যে কোন সময় যদি আমরা চিন্তা করি যে আত্মিকভাবে আমরা কোথায় আছি, ঈশ্বর হলেন সেই একজন, যিনি আমাদের জানিয়ে দেন, আমরা কোথায় আছি এবং আমাদের কোথায় থাকতে হবে।

তারপর ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করেছ?" (১১)। আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে এবং এখন নিজেদের গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, ডুমুর পাতা দিয়ে শরীর আবৃত করেছে, ফলাফল ভোগ করছে। আপনি যদি কোন অরুচিকর ফলাফল ভোগ করেন, তাহলে নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ঃ আপনি কি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন? আপনি কি ঈশ্বরের বাক্য অবজ্ঞা করেছেন বা অমান্য করেছেন? আপনি কি আপনার জীবনের জন্য তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন?

ঈশ্বরের চতুর্থ প্রশ্ন ঃ "তুমি কি করেছ?" এই প্রশ্নটি তিনি হবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং কিছুটা ওজর দেখিয়ে হবা শেষ পর্য্যন্ত তার দোষ স্বীকার করেছিল। ইংরাজী Confess শব্দটি দুটি শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'কিছু বলা' ও 'একই', অন্যভাবে বলা

যায়, এর অর্থ "একই কথা বলা"। আক্ষরিক অর্থে স্বীকারোক্তি হল, আপনি যা করছেন, সে বিষয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একমত হওয়া। ঈশ্বর চেয়েছিলেন হবা, তাদের মধ্যবর্তী টেবিলে, সমস্ত ঘটনা উপস্থাপন করুক, তাহলে তারা উভয়ে একসঙ্গে বসে যা কিছু ঘটেছে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। আমাদের কাছ থেকে তিনি ঠিক এটাই চান। তিনি চান, আমরা যা করেছি, সেটা বুঝব এবং সততার সঙ্গে তাঁর সম্মুখীন হব।

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় এমন দুজন মানুষের চিত্র প্রদর্শন করে, যারা পাপ করেছিল এবং ঈশ্বর তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এখানে আমাদের সকলের চিত্রও প্রদর্শিত হয়েছে, যারা পাপ করেছে এবং পাপের কারণে আমরা যখন নিজেদের লুকিয়েছি, তখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছেন। এটি পাপ ও তার ফলাফলের চিত্র। এবং ঈশ্বর পাপীর অন্বেষণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত করেন, এটি সেই চিত্রও প্রদর্শন করে।

অষ্টম অধ্যায়

তোমার ভাই কোথায়?

বাইবেলের অন্যতম প্রধান বার্তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তা। আর প্রথম পাপ সংঘটিত হওয়ার পরেই তিনি এই পুনর্মিলনের কাজ শুরু করেছিলেন। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে প্রথম মুক্তির প্রত্যাদেশ আত্মপ্রকাশ করে, যখন ঈশ্বর সাপকে বললেন, *"আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইবে; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।"*

আমরা যদি মনে করি, সাপ শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে শাস্ত্রে এটাই প্রথম ইঙ্গিত যে ঈশ্বর এ জগতে এমন একজনকে আনয়ন করবেন, যিনি সবকিছু সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করবেন। এটাই আদম ও হবার পাপের ভাববাণীমূলক ফলাফল।

কিন্তু এছাড়াও আরও নেতিবাচক ফলাফল আছে! প্রথমতঃ মানবজাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হল। আর তারপর ৪ অধ্যায়ে আমরা পতনের - সংঘর্ষের আর একটি ফলাফলের বিষয় পাঠ করি। ঈশ্বর আমাদের জন্য সংঘর্ষের বর্ণনা করেছেন - সংঘর্ষ কিরূপ ছিল, যেন আমরা এখন সংঘর্ষের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি। আমরা নিজেদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকি, আমরা আমাদের স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে, সন্তানাদির সঙ্গে, আমাদের পিতামাতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হই। আমরা আমাদের কার্য্যস্থলে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকি এবং অবশ্যই বিভিন্ন জাতির মধ্যেও সংঘর্ষ বর্তমান। সংঘর্ষ আমাদের এক অতি বৃহৎ সমস্যা। আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে আমরা সংঘর্ষের কতকগুলি প্রাথমিক কারণ ও সমাধানের কয়েকটি উপায় আবিষ্কার করব যা এটির মীমাংসা করতে পারে। আদিপুস্তকে দুই ভাইয়ের কাহিনীর মধ্য দিয়ে, আমাদের এই বিষয়টি জনানো হয়েছে।

এই দুই ভাইয়ের নাম আমাদের কাছে খুবই পরিচিত - তাঁরা হলেন কয়িন ও হেবল। গল্পে বলা হয়েছে, কয়িন ঈশ্বরকে কিছু উপহার উৎসর্গ করতে চাইলেন। তিনি কৃষক ছিলেন, এইজন্য জমির কিছু ফসল ঈশ্বরের কাছে আনলেন। তাঁর ভাই হেবল ছিলেন একজন পশুপালক, অতএব তিনি উৎসর্গ করার জন্য একটি পশু আনয়ন করলেন। ঈশ্বর হেবলের উপহার গ্রহণ করলেন, কিন্তু কয়িনের উপহার গ্রহণ করলেন না।

এখন অনেকে ভ্রান্তভাবে মনে করেন যে হেবলের উপহার ঈশ্বর গ্রাহ্য করেছিলেন কারণ তিনি একটি পশু উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নি। ঈশ্বর হেবলের উপহার গ্রাহ্য করেছিলেন কারণ হেবল নিজেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। কয়িনের উপহার ঈশ্বর গ্রহণ করেন নি কারণ তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন না (৬-৭)।

যখন আপনি কয়িন ও হেবলের কাহিনী পাঠ করেন, তখন সেখানে উল্লেখিত নেই, এমন কিছুও আপনি দেখতে পারেন। কয়িনকে কোন পশুবলি উৎসর্গ করার কথা বলা হয় নি। বস্তুতঃ লেবীয় পুস্তকে লোকেদের, তাদের উৎপাদিত শস্য বা ফলমূল উৎসর্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই কাহিনীতে উৎসর্গীকৃত বস্তুর প্রকারভেদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যারা উৎসর্গ করছে, সেই মানুষগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। কয়িন নিজেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন না, আর তিনি তা বুঝতে পারলেন, তিনি ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

কয়িনের পিতামাতার সঙ্গে ঠিক যেমন করেছিলেন, ঈশ্বর কয়িনকেও সেইরূপ প্রশ্ন করলেন ঃ "তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষন্ন হইয়াছে?" (৬)। অবশ্য,

ঈশ্বর এইসব প্রশ্নের উত্তর ভালভাবেই জানতেই। কিন্তু কয়িনের উদ্ধত হৃদয় সে সব কথা বলতে পারল না, সেইজন্য ঈশ্বর তাকে বললেন ঃ "যদি সদাচারণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচারণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে" (৭)। দুঃখের বিষয় কয়িন পাপকে বশ করতে পারলেন না। ৮ পদে আমরা দেখি তিনি ক্রোধের বশে, নিজের ভাইকে হত্যা করেছিলেন।

ঈশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "তোমার ভাই কোথায়? তুমি কি করেছ?" তখনও উদ্ধতভাবে কয়িন তাঁর পাপ স্বীকার করতে চাইলেন না, যতক্ষণ না ঈশ্বর তাঁকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, যা কিছু ঘটেছে, তিনি সবই ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন (৯-১০)।

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে ঈশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি কোথায়?" ৪ অধ্যায়ে তিনি প্রশ্ন করছেন, "তোমার ভাই কোথায়?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বর কয়িনকে বোঝাতে চাইছেন যে, সে একজন নিরীহ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছে, বাস্তবিক সে তখনও ক্রুদ্ধ ছিল। সে আর কৃত কাজের দ্বারা সমস্যার সমাধান তো করতেই পারেনি, বরং সবকিছু আরও মন্দ করে তুলেছিল।

একটু ফিরে দেখুন, এই কাহিনীর মূল কথাটি বলা হয়েছে ৭ পদে। এখানে সংঘর্ষের মূল বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে এবং একটা সমাধানও দেওয়া হচ্ছে ঃ যদি আপনি ঠিক কাজ করেন, আপনি ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন, নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন, এবং আপনি আপনার জীবনে মিঃ গ্রহণযোগ্যকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন না। বাইবেলে, পর্বতের উপরে প্রদত্ত যীশুর উপদেশের একটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে, কয়িন ও হেবলের এই কাহিনীটি তুলনীয়। মথি ৭ অধ্যায়ে প্রথম পাঁচটি পদে এটি দেখতে পাওয়া যায়। যীশু এখানে অতি-সমালোচক ব্যক্তিদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। যীশু তাদের প্রশ্ন করছেন, কেন তারা অত সমালোচনা করে এবং সমালোচনার মন নিয়ে সফল হওয়ার বাসনা করে? তিনি একটি হাস্যজনক উদাহরণ ব্যবহার করে বলছেন, তারা সেইসব লোকদের মতো, যারা অন্যের চোখের কূটা বার করার জন্য তাদের ডাকে, যখন কিনা তাদের নিজেদের চোখে কড়িকাঠ রয়েছে।

অনেকে মনে করেন, এই অনুচ্ছেদে আমাদের অন্যকে বিচার না করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যীশু সেই কথাই বলছেন, যা ঈশ্বর কয়িনকে বলেছিলেন, "কেন তুমি ভ্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টিপাত করছ? তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে চিন্তা করো না এবং বরং নিজের

প্রতি দৃষ্টি দাও।"

ধন্যবাদ দিই, যে হেবলের মৃত্যু সততার মৃত্যু নয়। আদিপুস্তক ৪:২৬ পদে আমরা দেখি, ঠিক দুই প্রজন্ম পরে, মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে বা প্রার্থনা করছে। তার আগে পর্য্যন্ত ঈশ্বরই, তাঁর ও মানুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন।

অনেক সময় আমরা সংঘর্ষের সম্মুখীন হই। কখনও কখনও আমরা সেই সংঘর্ষের উৎস নই, আবার অনেক সময় আমরাই তার উৎস। কিন্তু সেই সংঘর্ষে আপনার ভূমিকা যাই হোক না কেন, আপনার সকল মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, প্রকৃত সমস্যাটি কি? এবং তারপর, যেমন আদিপুস্তক ৪:৭ পদে বলা হয়েছে, ধর্মসম্মত কাজ করুন, নিজেকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলুন। যেন হেবলকে হত্যা করে, আপনাকে জীবন কাটাতে না হয়।

নবম অধ্যায়

বিশ্বাসের পিতা

এবার আমরা যদি পুস্তকের একটি বৃহত্তম অধ্যায়ে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে বাইবেলের তিনটি সুপরিচিত চরিত্র - অব্রাহাম, যাকোব ও যোষেফের কথা বলা হয়েছে। মনে রাখবেন, একটি বিষয়কে যতটা স্থান দেওয়া হয়, সেটাই তার অনেকখানি গুরুত্ব প্রকাশ করে। আদি পুস্তকের এই অধ্যায়ে যেখানে অব্রাহামের কাহিনী বলা হয়েছে, তার বিষয়বস্তু হল, বিশ্বাস। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর চান, আদিকালে কিরূপ বিশ্বাস ছিল এবং এখন বিশ্বাস কিরূপ তা যেন আমরা অনুধাবন করতে পারি।

ইব্রীয় ১১ অধ্যায়, বিশ্বাসের অধ্যায় নামে পরিচিত। এখানে বিশ্বাস সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে ঃ *"বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে*

ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা" (৬ পদ)।

যেহেতু বিশ্বাস অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈশ্বর চান, আমরা বিশ্বাস কি তা বুঝব, তিনি আমাদের অব্রাহাম নামক এক ব্যক্তির কথা বলেছেন। নূতন নিয়মে, বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্তভাবে এই ব্যক্তির নাম, বাইবেলে উল্লেখিত অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা বেশীবার বলা হয়েছে। যদি আপনি বিশ্বাসের স্বরূপ অনুধাবন করতে চান, তাহলে আপনাকে অব্রাহামকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

তাঁর নাম

এই ব্যক্তি যেন বিশ্বাসের গতিশীল সংজ্ঞা। আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ে আমরা প্রথম যখন তাঁকে দেখতে পাই, তখন তাঁর নাম ছিল অব্রাম, যার অর্থ "বহু সন্তানের পিতা।" একজন ৭৫ বৎসর বয়সী ব্যক্তির নামের কি পরিহাস। তথাপি ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন "পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গণিতে পারে, তবে তোমার বংশও গণনা করা যাইবে" (১৩:১৬ পদ)। আর অব্রাম ঈশ্বরের প্রতিটি নির্দেশ বিশ্বস্তভাবে পালন করেছিলেন। এর থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, তিনি সব সময়, সর্ব বিষয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন (১৬)।

তাঁর যজ্ঞবেদী

আমরা সাধারণতঃ কোন বিশেষ কার্যক্ষেত্রে অথবা মণ্ডলীতে কিংবা প্রতিষ্ঠানে আহূত হয়ে থাকি। কিন্তু আমরা কি শুধুমাত্র ঈশ্বর কর্তৃক আহূত হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি? ঈশ্বর যদি আপনাকে কোন কারণ না দেখিয়ে, এক জনমানবহীন প্রান্তরে যেতে বলেন, তাহলে কি হবে? অব্রাহামের যখন বয়স ৭৫ বৎসর তাঁর ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছিল (১২:১-৪)। ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর পিতা, নিজ দেশ ও আত্মিয়স্বজনকে পরিত্যাগ করে এক শূন্য প্রান্তরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

ঈশ্বরের অন্যান্য সমস্ত কাহিনীর ন্যায়, এই কাহিনীটিরও দুটি দিক আছেঃ ঐশ্বরিক ও মানবিক দিক। ঐশ্বরিক দিকটি দেখার জন্য অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের আবির্ভাবের বিষয়টি

অধ্যয়ন করুন। ঈশ্বর অব্রাহামকে আটবার দেখা দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। রোমীয় ৩:১১ পদে পৌল আমাদের বলেছেন যে কোন মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না। ঈশ্বরই মানুষকে অন্বেষণ করেন। যদি মনে হয় যেন কোন মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করছে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। ঈশ্বরই সব সময় মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হন।

এই সম্পর্কের মানবিক দিক বা ঈশ্বরের প্রতি অব্রাহামের প্রত্যুত্তর, অব্রাহাম নির্মিত চারটি যজ্ঞবেদীর আকারে দেখা যায়। প্রথম যজ্ঞবেদী তিনি মোরির সমতলভূমিতে নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে ঈশ্বর অব্রাহামকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব" (১২:৭)। মোরি শব্দের আক্ষরিক অর্থ "শিক্ষাদান অথবা অন্বেষণ"। আমি অব্রামের এই প্রথম যজ্ঞবেদীর নাম দিয়েছি, "প্রত্যুত্তরদানের যজ্ঞবেদী" কারণ ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে প্রান্তরে আহ্বান করেছিলেন, তার প্রত্যুত্তরে অব্রাহাম এটি নির্মাণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় যজ্ঞবেদীটি তিনি অয় ও বৈথেলের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মাণ করেছিলেন। ইব্রীয় ভাষায় বৈথেল শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের গৃহ"। যেহেতু ঐ স্থানে ঈশ্বরের কোন গৃহ ছিল না, মনে হয় এই শব্দের অর্থ হবে, "ঈশ্বর অধিষ্ঠিত স্থান।" অয় শব্দের অর্থ "ধ্বংস, কষ্ট, গর্ত।" রোমীয় ৬:২৩ পদে বলা হয়েছে - "পাপের বেতন মৃত্যু।" এবং এই শহরের অর্থ সে কথাই প্রকাশ করে। অয়ের পূর্বদিকে সদোম ও ঘমোরা অবস্থিত ছিল। তাঁর প্রথম যজ্ঞবেদীতে অব্রাহাম বলেছিলেন, "আমাকে শেখাও।" দ্বিতীয় যজ্ঞবেদীর অবস্থান হেতু অব্রাহাম দেখাচ্ছেন যে, ঈশ্বর তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার প্রত্যুত্তর কিভাবে দিতে হবে, সে বিষয়ে তিনি তখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি।

এই দ্বিতীয় বেদী ত্যাগ করে, অব্রাহাম ভৌগোলিক ও আত্মিকভাবে দক্ষিণ দিকে গমন করেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলতে বলেছিলেন, যে সে তাঁর ভগিনী, যেন মিশরীয় পুরুষেরা তাকে হরণ করার জন্য, অব্রাহামকে হত্যা না করে। তিনি খুবই বিপদের মধ্যে পড়েছিলেন এবং মনে হয় আত্মিকভাবে "দূরে সরে" গিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর অব্রাহাম পুনরায় তাঁর দ্বিতীয় যজ্ঞবেদীর কাছে ফিরে আসেন ও ঈশ্বরকে ডাকেন। তাঁর বিশ্বস্ত আরাধনার পর তিনি লোটকে পৃথক হওয়ার প্রস্তাব দেন।

তাঁরা কি কথা বলেছিলেন, শাস্ত্রে সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলা হয় নি। কিন্তু মনে হয়, ঈশ্বর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন সেই প্রথম স্থানে লোটকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত না হন। তারপর থেকে আমরা দেখি লোট সদোম ও ঘোমরার পাপে বেষ্টিত ছিলেন এবং তার কারণও আমরা দেখতে পাই।

লোট পূর্বদিকে যান এবং অব্রাহাম পশ্চিমদিকে গমন করে হিব্রোণ নামক স্থানে তাঁর তৃতীয় যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেন। হিব্রোণ শব্দের অর্থ "সহভাগিতা", আমার মনে হয় এই নামটিও প্রতীকি। প্রথম যজ্ঞবেদী বলেছিল, "আমাকে শেখাও" এবং দ্বিতীয় যজ্ঞবেদী বলেছিল, "আমি নিশ্চিত নই" বা "আমি মধ্যবর্তী মহাশয়", এই তৃতীয় বেদী বলছে, "ঈশ্বর আমি তোমাকে জানতে চাই।" আমি এই বেদীটিকে বলি, "পারস্পরিক সম্পর্কের বেদী।" অব্রাহামের কাহিনীর প্রথম দুটি অধ্যায়ে - ১২ ও ১৩ অধ্যায়ে, আমরা দেখি অব্রাহাম তিনটি যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ২২ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি আর কোন যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেন নি। এই তৃতীয় ও চতুর্থ যজ্ঞবেদীর মধ্যে কি ঘটনা ঘটেছিল?

যখন অব্রাহাম বললেন, "ঈশ্বর, আমি তোমাকে জানতে চাই", আমার মনে হয় ঈশ্বর প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "অব্রাহাম, যদি তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাও, আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয় জানাতে চাই। যদি আমি কোন কিছু হই, আমিই সবকিছু। কেননা যদি তুমি আমাকে সবকিছু হিসাবে দেখ, তুমি আমার মধ্যে কোনকিছু দেখতে পাবে না।" আর অব্রাহামের জীবন অন্যান্য বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, যা তিনি পরিত্যাগ করতে চান নি।

আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায়ে আমরা দেখি, ঈশ্বর কিভাবে অব্রাহামকে বংশধর প্রদানের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন, সে বিষয়ে অব্রাহাম ও সারা চিন্তিত হয়ে, তাঁরা ঈশ্বরকে এ বিষয়ে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্ত্রীর প্রস্তাব মতো, অব্রাহাম সারার মিশরীয় দাসী হাগারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন (১-৪)। সেই মিলনের ফল হলেন ইশ্মায়েল যিনি আরবজাতির আদি পিতা। অব্রাহাম যদি ঈশ্বরকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন, তাহলে হয়তো আজকের দিনে মধ্য-প্রাচ্য সমস্যা সৃষ্টি হতো না।

আমার মনে হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে অব্রাহামের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সারা আর এক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন। তৃতীয় যজ্ঞবেদী - পারস্পরিক সম্পর্কের বেদীতে উলম্ব

ও সমন্তরাল উভয় সম্পর্কই বিদ্যমান। এ দুটি অবিচ্ছেদ্য। ঈশ্বরকে জানতে হলে, অব্রাহামের সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সঠিক স্থান গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরকে, অব্রাহামের সঙ্গে লোটের বিষয়ে কথা বলতে হয়েছিল এবং লোটকে তাঁর জীবন থেকে পৃথক করতে হয়েছিল। আমরা যখন আমাদের জীবনে এমন লোকের সঙ্গে যুক্ত থাকি, ঈশ্বর যাদের আমাদের সঙ্গে রাখতে চান না, লোট সেইসব লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ইশ্মায়েলকে অব্রাহামের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর কতটা ভাল করতে পারেন, তার সব থেকে বড় শত্রু হল কিছুটা ভাল-বিশ্বাসের এই উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করেন ইশ্মায়েল। ঈশ্বর অব্রাহামের সামনে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে বলেছিলেন ইশ্মায়েলকে দূরে সরিয়ে দিতে। অব্রাহামের জীবনে যারা প্রথম স্থান লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করছিলেন, ঈশ্বর একের পর এক তাদের সমূলে উৎপাটিত করেছিলেন।

সারা এক অন্য ধরনের সমস্যা। সারা হলেন এমন এক ধরনের মানুষের চিত্র ঈশ্বর যাদেরকে আমাদের জীবনে প্রদান করেন, কিন্তু আমরা তাকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা বলে স্বীকার করি না। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে সারার ব্যাপারে দুবার দেখা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি বলেছিলেন, "তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না;তাহার নাম সারা (রাণী) হইল। আর আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব" (১৭:১৫-১৬)। অব্রাহাম যখন একথা শুনলেন, তিনি উপুড় হয়ে হাসলেন! সারাও এই সংবাদ শুনে হেসেছিলেন!

এক বৎসর পর অব্রাহাম ও সারার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল এবং ঈশ্বর সেই পুত্রের নাম ইস্হাক রাখতে বলেছিলেন;এই ইব্রীয় শব্দের অর্থ হল 'হাস্য'। ঈশ্বর কখনও চান নি যে, এই সব "বিশ্বাসী বীরগণ" ভুলে যাক যে, যখন তিনি তাদের জন্য কিছু করার কথা বলেছিলেন, তারা তাঁর কথায় হেসেছিলেন।

সবশেষে, ইস্হাক যখন যুবক হলেন, অব্রাহাম তখন চতুর্থ যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছিলেন এবং এটিই ছিল সবথেকে প্রধান বেদী। এটি মোরিয় পর্বতে নির্মিত হয়েছিল। মোরিয় শব্দের অর্থ, "ঈশ্বর যোগাইবেন"। এ পর্য্যন্ত অব্রাহাম তাঁর মনোমত স্থানে বেদী নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এই চতুর্থটি পৃথক ধরনের। এবার ঈশ্বর বেদীর স্থান ঠিক করেন। এবং এবার ঈশ্বর বলিদানের বস্তুও বলে দেন - ইস্হাক।

ইস্হাক শুধুমাত্র অব্রাহাম ও সারার বৃদ্ধ বয়সের পুত্র নন, কিন্তু তিনি পঁচিশ বৎসরের বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা। আর এখন তিনি আমাদের অবাক করে বলছেন, "আমি ওকে চাই।" আর অব্রাহাম, ঈশ্বর তাঁকে যা বলেছেন, সেটা অনুসরণ করে, দুরু দুরু বক্ষে, বালকটিকে নিয়ে পর্বতের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে, তিনি যখন তাঁর বাধ্যতা প্রমাণ করলেন, ঈশ্বর ইস্হাকের জীবনের পরিবর্তে একটি মেষশাবক যুগিয়ে দিলেন (২২:১-১৯)। অব্রাহাম সেই স্থানের নাম রাখলেন, 'যিহোবা - যিরি", যার অর্থ "সদাপ্রভু যোগাইবেন।" অব্রাহামের এই যজ্ঞবেদীর মধ্য দিয়ে, বিশ্বাসের এই রূপক প্রমাণ করছে যে, পর্বতের উপর মনোনীত "ঈশ্বরের প্রথম" যজ্ঞবেদীর দিকে ঈশ্বর পঁচিশ বৎসরের বিশ্বাসের ফল প্রদান করছেন। এই চতুর্থ বেদীতে অব্রাহাম ইস্হাককে বলি দেন নি। "ঈশ্বর প্রথম" — এই বেদীতে অব্রাহাম, — অব্রাহামকেই বলি দিয়েছিলেন।

বাইবেলের এই বার্তা সংক্ষেপে দুটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় ঃ "ঈশ্বর প্রথম"। এখন এটা খুব সহজ নয়, কিন্তু জটিলও নয়। হয় তিনি আপনার ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বর নন। অব্রাহামের জন্য শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঈশ্বর ছিলেন।

দশম অধ্যায়

তুমি কে?

যাকোবের গল্প এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। যাকোব নামের অর্থ - 'পাদগ্রাহী' কারণ তিনি ও তাঁর যমজ ভাই যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাকোব শক্ত করে তাঁর ভাইয়ের পা ধরেছিলেন এবং তাঁর ভাই অগ্রে জন্মেছিলেন। আর তাঁর এই নাম অনুসারেই যাকোব জীবন কাটিয়েছিলেন। এই পরিবারে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল এবং যাকোব উভয় ঘটনার সুযোগ নিয়েছিলেন। জন্মাধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য ছিল এবং অব্রাহামের

কাছে ঈশ্বর আশীর্বাদের যে অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই আশীর্বাদ তাদের পিতা ইস্হাক লাভ করেছিলেন এবং সেটাও জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য ছিল। যাকোবের ভাই এষৌ, একবাটি ডালের জন্য তাঁর জন্মাধিকার ছোটভাইকে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন এবং যাকোব তাঁর পিতাকে প্রবঞ্চনা করে, তাঁর ভাইয়ের আশীর্বাদ হরণ করেছিলেন। যখন যাকোব তাঁর পিতাকে প্রবঞ্চনা করে, জন্মাধিকার ও আশীর্বাদ হরণ করলেন, তাঁর মা তাঁর কাছে এসে তাকে বললেন, "দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিবার আশাতেই মনকে প্রবোধ দিতেছে। এখন, হে বৎস, আমার কথা শুন;উঠ, হারণে আমার ভ্রাতা লাবনের নিকট পলাইয়া যাও;এবং সেখানে কিছু কাল থাক, যে পর্য্যন্ত তোমার ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়" (২৭:৪২-৪৩)।

যেদিন যাকোব ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, সেই রাত্রিতেই তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন একটা সিঁড়ি, যার উপর দিয়ে স্বর্গদূতেরা উঠানামা করছেন। এই স্বপ্নে ঈশ্বর তাকে দর্শন দিলেন এবং তার পিতামহ অব্রাহামের সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন, তা পুনরায় স্মরণ করলেন। ঈশ্বর, যাকোবকে তাঁর পরিকল্পনায় যুক্ত করার অঙ্গীকার করে, আরও বললেন, "আমি তোমার সহবর্তী, যে যে স্থানে তুমি যাইবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করিব, ও পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; কেন আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা যাবৎ সফল না করি, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না" (২৮:১৫)।

যাকোব আশ্চর্য হয়ে তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন। তিনি বললেন, "অবশ্য এইস্থানে সদাপ্রভু আছেন, আর আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না" (১৬ পদ)। তারপর যাত্রা শুরু করার পূর্বে, যে পাথরটির উপর তিনি মাথা রেখে নিদ্রা গিয়েছিলেন, সেই পাথরটিতে তেল মাখালেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, ঈশ্বর তাঁকে যা কিছু দিয়েছেন, তার দশগুণ তিনি ফেরৎ দেবেন (১৮-২২ পদ)।

যাকোবের সংগ্রাম

তারপর যাকিছু ঘটেছিল, সেগুলিই হল যাকোবের কাহিনীর প্রধান অংশ। তাঁর মামা লাবনের সঙ্গে কুড়ি বৎসর যাবৎ কঠিন পরিশ্রম করার পর, যাকোব ঈশ্বর সম্পর্কে অতি বাস্তব আত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা, আদিপুস্তকের বত্রিশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আমরা পাঠ করি ঃ এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের ঊরুফলক

স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, "আমাকে ছাড় কেননা প্রভাত হইল।" যাকোব কহিলেন, "আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।" পুনশ্চ তিনি কহিলেন "তোমার নাম কি?" তিনি উত্তর করিলেন "যাকোব"। তিনি কহিলেন, "তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না কিন্তু ইস্রায়েল [ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী] নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।" তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "বিনয় করি, আপনার নাম কি? বলুন"। তিনি বলিলেন, "কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর"? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন যাকোব সেই স্থানের নাম পনূয়েল [ঈশ্বরের মুখ] রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, "আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল" (২৪-৩০)।

ঈশ্বর যাকোবকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, লক্ষ্য করুন ঃ "তোমার নাম কি?" আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, বাইবেলের যুগে, নামের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। নাম, সেই ব্যক্তির বিষয়ে অনেক কিছু বলত। নাম ব্যক্তির অন্যনতা প্রকাশ করত। এই প্রশ্ন দ্বারা ঈশ্বর, যাকোবের নাম জিজ্ঞাসা করছেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "তুমি কে?" এবং অবশ্যই তিনি এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছেন না, কিন্তু তিনি চাইছেন, যাকোব যেন ঐ প্রশ্নের উত্তর জ্ঞাত হন। আমরা দেখেছি, যাকোব নামের অর্থ "শক্ত করে ধরা"। কিন্তু তাঁর এই নূতন নাম, ইস্রায়েল, যে নামে তাঁর বংশধরেরা পরিচিত হবে, তার অর্থ "যোদ্ধা"।

এই কাহিনীতে আরও একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয় আছে, যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। আমি সেটিকে নাম দিয়েছি "পঙ্গু মুকুট আশীর্বাদ।" কারণ যাকোব এত দুষ্টু ছিলেন যে, তাকে ভগ্ন করা না পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন নি।

অনেক সময় ঈশ্বর যখন কোনভাবেই আমাদের কাছে আসতে পারেন না, তখন তিনি যে কোন উপায়ে আমাদের পঙ্গু করে দেন ও বলপূর্বক আমাদের তাঁর উপর নির্ভর করতে বাধ্য করেন। যাকোবের প্রতি ঠিক এটাই করা হয়েছিল এবং সবশেষে যাকোব ঈশ্বরের বার্তা লাভ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি যখন এষৌর সঙ্গে মিলিত হলেন, এষৌ তাঁর সঙ্গে কোন বিবাদ করলেন না কিন্তু ভাইয়ের কণ্ঠ জড়িয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন; তখন যাকোব তাঁর ভাইকে বললেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীরা, সন্তানেরা ও পশুপাল আছে কারণ, "ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন" (৩৩:১১)। তিনি সেগুলি জোর করে নেন নি কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে লাভ করেছেন। অনুগ্রহ হল, ঈশ্বরের সেই বিশেষ গুণ যার দ্বারা, আমরা অযোগ্য হলেও,

তিনি আমাদের প্রচুর আশীর্বাদ করেন। আমাদের যা প্রাপ্য, ঈশ্বর আপন দয়াগুণে আমাদের কাছ থেকে তা সংযত রাখেন।

ঈশ্বর আমাদের তাঁর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতেও শিক্ষা দেন। অনেকসময় তিনি আমাদের ভগ্নচুর্ণ করেন, যেন তিনি আমাদের আশীর্বাদ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের তিনটি স্থানে দৃষ্টিপাত করতে হবে, যেন আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা কে। প্রথমে আমাদের ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতে হবে। বাইবেলের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়ে, আমরা দেখবো, আমাদের "ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত" করার জন্য, ঈশ্বর অনেক সময় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু আমাদের কি করা প্রয়োজন, তা যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। কারণ ঈশ্বরই তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জীবনের প্রাথমিক পরিকল্পনা তো তাঁরই হাতে।

তারপর, আমাদের অন্তরে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ১৩৯ গীতে দায়ূদ প্রার্থনা করেছেন ঃ "হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও; আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও; আর দেখ আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কিনা এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও" (২৩-২৪)। ঈশ্বর যেন আমাদের হৃদয় মধ্যে দৃষ্টিপাত করেন ও বসবাস করেন এবং তিনি আমাদের কিরূপ গড়তে চান তা যেন প্রদর্শন করেন, সেই প্রার্থনা তাঁর কাছে আমাদের করা প্রয়োজন।

সবশেষে, আমাদের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে, যার অন্তরের প্রতিও প্রকৃত দৃষ্টি আছে, তাকে এবার চারিদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে ও এ জগতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ হতে হবে। আপনি কি কখনও ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁর কাছে, নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁর অভিমত জানার চেষ্টা করেছেন? আপনার নিজ হৃদয়ের অবস্থা জানার জন্য, আপনি কতবার অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন? আপনার জীবনে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর অভিপ্রেত ব্যবহার করার জন্য, আপনি কি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করছেন?

একাদশ অধ্যায়

ঈশ্বরই কর্তৃত্বকারী

আমরা অব্রাহামের কথা পাঠ করেছি, যিনি আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন। আমরা যাকোবের কাহিনীতে দেখেছি ঈশ্বরের অনুগ্রহ কত অপার। আর এবার আদিপুস্তকের অবশিষ্ট ১৪টি অধ্যায়ে যোষেফের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রে, পবিত্রতম চরিত্রগুলির মধ্যে যোষেফ হলেন অন্যতম। বাইবেলের অধিকাংশ চরিত্রে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর তাঁদের শক্তি ও উৎসাহ তাদের দুর্বলতাও আমাদের প্রদর্শন করেছেন কিন্তু যোষেফ হলেন একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র (এরূপ আর একজন হলেন দানিয়েল, যার বিষয়ে আমরা পরে অধ্যয়ন করব)।

যোষেফের কাহিনী

যোষেফের গল্প প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সময়োচিত আয়োজনের কাহিনী। নূতন নিয়মের একটি পদে - রোমীয় ৮:২৮ পদে এই কাহিনীর মূল কথা বলা হয়েছে ঃ "আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য্য করিতেছে।" যোষেফের ভাইরা অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল, যখন তারা বুঝতে পেরেছিল তিনি প্রকৃতপক্ষে কে? যোষেফ তাদের এই সান্ত্বনার বাক্যগুলি বলেছিলেন, যে বাক্যগুলি আমাদেরও জীবনদৃশ্যের পশ্চাতে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে আমাদের সান্ত্বনা প্রদান করে ঃ

"তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ বলিয়া এখন দুঃখিত কি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। .... আর ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা করিতে ও মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদিগকে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব তোমরাই আমাকে এ স্থানে পাঠাইয়াছ, তাহা নয়, ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন" (৪৫:৫,৭,৮)

যোষেফের পিতা, যাকোবের কাহিনীতে আমরা দেখেছি, তিনি খুব ভালভাবেই জীবন অতিবাহিত করেছিলেন কিন্তু সেইভাবে জীবন-যাপনের জন্য তিনি নিজে কিছু করেন নি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর, সব সময় সমস্ত ভার গ্রহণ করেছিলেন। যোষেফ সেই একই সত্য প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর কাহিনীতে আমরা দেখি এমন একজন

মানুষকে, যার জীবন, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও খুব ভালভাবে অতিবাহিত হয় নি। তার ভাইরা তাকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে দিয়েছিল। তার উপর অন্যায়ভাবে দোষ দেওয়া হয়েছিল, যারা তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারাই তাকে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এইসব পরিস্থিতির কোনটিই তার নিজের কৃতকর্মের ফল নয়। তাঁকে অতি কঠিন সমস্যা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল কিন্তু সে সব তার প্রাপ্য ছিল না। ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন এবং তাঁর পরিকল্পনা যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়, এইজন্য ঐ সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল।

আজকের দিনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগগুলি

আমাদের জীবনেও এই কাহিনী নানাভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। প্রথমতঃ যোষেফের সঙ্গে তার পিতা ও ভাইদের সম্পর্ক বিবেচনা করুন। সেগুলি মোটেই আদর্শ সম্পর্ক ছিল না! স্পষ্টতঃ যাকোব একজন আদর্শ পিতা ছিলেন না। যোষেফের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব তার ভাইয়ের আনন্দের পরিবর্তে অনেক বেশী দুঃখ দিয়েছিল। আর অন্য ভাইদের এটা নিশ্চয় ভাল লাগে নি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কার পিতামাতাই বা সম্পূর্ণ শুদ্ধ? আমাদের মধ্যে কারই বা নিজ নিজ সন্তানের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক থাকে? আমরা আমাদের পরিবার মনোনয়ন করি না, তথাপি এর সদস্যগণ আমাদের জীবন প্রভাবিত করে। এইসব সম্পর্কের কারণে আমাদের ডানা ভগ্ন হয় অথবা জীবনে গভীর মনোঃকষ্ট ও ক্লেশ উপস্থিত হয়। কিন্তু যোষেফের কাহিনী আমাদের জন্য এই বার্তা প্রকাশ করে ঃ আমাদের জীবনের সকল পরিস্থিতিতে ঈশ্বরই সর্বেসর্বা এবং আমাদের জীবনে এত মন্দ কোন পরিস্থিতি আসতে পারে না, যার থেকে ঈশ্বর আমাদের উদ্ধার করে মঙ্গল আনয়ন করতে পারেন না। আপনার পিতামাতা যখন কর্তব্যে অবহেলা করেন, তখনও ঈশ্বর তাদের প্রভাবিত করতে পারেন। আপনার ভাই ও বোনেরা যখন কর্তব্যে অবহেলা করে, তখনও ঈশ্বর তাদের প্রভাবিত করতে পারেন। ঈশ্বর যোষেফের প্রতি তার পরিবারের প্রতিকূলতা ব্যবহার করে, তাকে মিশরে বিপুল সম্পদের মধ্যে রেখেছিলেন, যেন সেই মনোনীত পরিবার অনাহারের হাত থেকে রক্ষা পায় কারণ ঐ পরিবারের মধ্য থেকেই এ জগতে মশীহের আগমন হয়েছিল। আপনার প্রতিকূল পারিবারিক বিরুদ্ধতার প্রতি আপনার প্রত্যুত্তর অনুসারে ঈশ্বর আপনার জীবন পরিচালিত করতে পারেন। একদিন আপনি দেখবেন আপনার জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর আপনার প্রয়োজন কিভাবে পূরণ করছেন, যেন আপনি ঈশ্বর নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

আদিপুস্তকের সমাপ্তি, যাত্রাপুস্তকের সূচনা

আমরা যখন বাইবেল অধ্যয়ন করি, এবং বিশেষভাবে যখন পুরাতন নিয়ম আলোচনা করতে চাই, আমরা দেখি কিভাবে এই বিশেষ একটি লোকদল একটি জাতিতে উন্নিত হয়েছিল। আদিপুস্তকে আমরা পাঠ করেছি, কিভাবে ঐ লোকবৃন্দ অব্রাহামের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। যাকোব তাদের, ইস্রায়েল, এই নাম দিয়েছিল এবং যোষেফ তাদের অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। আদি পুস্তকের শেষে আমরা দেখি, ঐ জাতি তখন মাত্র বারোটি পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল এবং ঐ সব পরিবারই মিশরদেশে বাস করেছিল।

যাত্রাপুস্তকের প্রারম্ভে আমরা দেখি, একদল মানুষ, যারা তখনও একটি জাতিতে পরিণত হয় নি, তারা দ্বাদশ বংশ থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একটি জাতিতে পরিণত হওয়ার পূর্বে তাদের একজন নেতা প্রয়োজন। যাত্রাপুস্তকে, ঈশ্বরের লোকেদের সমগ্র ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা মহান নেতার কথা অর্থাৎ মোশির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই বিশাল দাস সমাজকে পরিচালনার ক্ষেত্রে মোশির অন্যতম প্রধান সমস্যা হল তখন কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন কোন নিয়ম কানুন ছিল না। এইসব লোকেদের শাসন করার জন্য কোন পরিকাঠামোও ছিল না। সেইজন্য এই পুস্তকে আমরা দেখতে পাই সর্বপ্রথম ঈশ্বর মানুষকে একগুচ্ছ নিয়ম প্রদান করছেন - শত শত আদেশ, যা দশটি আজ্ঞার মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মোশির আরও একটি সমস্যা ছিল ঃ তিনি সঠিক লোকদের পেয়েছিলেন কিন্তু তারা ভুল স্থানে বসবাস করছিল। তারা ক্রীতদাসের ন্যায় মিশরে ছিল এবং ঈশ্বর তাদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ইংরাজী 'exodus' শব্দের অর্থ 'বাহিরে যাইবার পথ'। আর এই পুস্তকের অধিকাংশ কাহিনী হল, কিভাবে ইস্রায়েল জাতি, দাসত্ব থেকে বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিল।

যাত্রাপুস্তক একটি ইতিহাস পুস্তক ছাড়াও একটি উপমা পুস্তকও বটে। আক্ষরিক অর্থে ইস্রায়েল জাতি ক্রীতদাস ছিল এবং আমরা, খ্রীষ্ট বিহনে, আলংকারিক অর্থে পাপের দাসত্ব করি। যাত্রাপুস্তকে ইস্রায়েলীয়দের দৈহিক বন্ধনমুক্তির সমস্যা আলোচিত হয়েছে এবং সমগ্র বাইবেলে, পাপের আত্মিক বন্ধন থেকে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

অপানি কি পাপের বন্ধন থেকে ঈশ্বর প্রদত্ত মুক্তি লাভ করেছেন? পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা যাত্রাপুস্তকের অধ্যয়ন চালিয়ে যাব। নিজেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, এই পুস্তকটি পাঠ করতে শুরু করুন ঃ "এখানে কি বলা হয়েছে? এর অর্থ কি? এবং কিভাবে আমি তা আমার জীবনে প্রয়োগ করতে পারি?"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কোন সামান্য ব্যক্তিকে বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত করা

যাত্রাপুস্তক অনুধাবন করার জন্য, সেই লোকবৃন্দ, তাদের সমস্যা ও সেই ভাববাদীর কথা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ কিভাবে মোশির নেতৃত্বের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল, সেই কাহিনী যাত্রাপুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

তিনটি প্রধান বার্তা

আমরা যেমন দেখেছি, exodus (যাত্রা) শব্দের অর্থ হল, "বাহিরে যাইবার পথ।" এই যাত্রাপুস্তকের প্রকৃত বার্তা হল এই ঃ ইস্রায়েল সন্তানদের এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি? প্রথমতঃ এই দাসত্ব হল এক আক্ষরিক দাসত্ব এবং ঐ দাসত্ব থেকে তাদের উদ্ধারের কাহিনী, বাইবেলের অন্যতম বৃহৎ অলৌকিক ঘটনা। এটি একটি সত্য কাহিনী। এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিভাবে সেই ঘটনা ঘটেছিল এবং যা কিছু হয়েছিল, সেটাই এই যাত্রাপুস্তকের অত্যাশ্চর্য বার্তা এবং এই পুস্তকে প্রথমেই তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়াও এই পুস্তকে একটি সুন্দর উপমাগত সত্য আছে, যা আরাধনামূলকভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা যায়। সেই প্রয়োগিক অর্থ হল ঃ আমরাও দাস। আমরা যা করতে চাই, আমরা তা করি না; আমাদের যা করতেই হবে, আমরা সেটা করে থাকি। এবং যদি আমরা যা করতে চাই, সেটা না করে, যা আমরা করতে বাধ্য, সেটাই

করি, আমরা স্বাধীন নই। যদি আমরা স্বাধীন না হই, আমরা ক্রীতদাস এবং আমাদেরও দাসত্ব সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধারলাভ করা প্রয়োজন। আমাদের অতি পরিচিত পরিত্রাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং পুরাতন নিয়মের উদ্ধার শব্দের অর্থ একই। পরিত্রাণ হল প্রকৃতপক্ষে পাপ থেকে উদ্ধারলাভ করা। শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যতে পাপের দণ্ড থেকে নয় কিন্তু পাপের ক্ষমতা থেকেও উদ্ধারলাভ করা।

যাত্রাপুস্তক অধ্যয়নকালে আমাদের অবশ্যই ভাববাদী মোশির চরিত্র অধ্যয়নের প্রতি আলোকপাত করতে হবে। শাস্ত্রে ঈশ্বরের লোকেদের কথা যখন আমরা চিন্তা করি, এই ব্যক্তি তখন সবার উপরে দণ্ডায়মান থাকেন। আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, শাস্ত্রে মোশিই হলেন ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা মহান মানব। ঈশ্বরের কাজে মোশির অবদান চিন্তা করলে, আমরা এই ব্যক্তির মহত্বের উৎকর্ষতা অনুধাবন করতে পারি। অব্রাহাম ঈশ্বরের মনোনীত জাতির পিতা হয়েছিলেন এবং আমরা দেখেছি যাকোব তাদের বিশেষ নামে চিহ্নিত করেছিলেন এবং যোষেফ তাদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মোশি ঈশ্বরের লোকদের জন্য কি করেছিলেন, চিন্তা করুন! যাত্রাপুস্তক হল, ঈশ্বরের কাজে মোশির অবদানের বাইবেলভুক্ত নথিপত্র।

ঈশ্বরের কাজে মোশির অবদান

সর্বপ্রথমে, মোশি এই দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ মানুষগুলিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আমরা অধিকাংশজনই বুঝি না, দাস হওয়ার অর্থ কি। যখন মানুষ কারাবদ্ধ থাকে, তখন একটি মাত্র চিন্তা, যা তাদের কুরে কুরে খায়, যা তাদের কুক্ষিগত করে, তা হল মুক্তির ইচ্ছা। মোশি যখন ঐ দাসত্ব স্বাধীন করলেন, তিনি তাদের সর্বাপেক্ষা আকাঙ্খিত বস্তুই দান করেছিলেন। তারপর একটি নব্য মুক্তিপ্রাপ্ত জাতি যা একান্তভাবে আকাঙ্খা করে, সেই শাসন ও ব্যবস্থা, মোশি তাদের দিয়ে দিলেন।

আত্মিকরাজ্যে, মোশি ঈশ্বরের লোকদের দুটি বহুমূল্যবান বস্তু প্রদান করেছিলেন ঃ তিনি তাদের ঈশ্বরের বাক্য ও আরাধনা প্রদান করেছিলেন।

যখন লোকে বাইবেল পাঠ করতে শুরু করে, তারা আদিপুস্তকে বিশেষতঃ চরিত্রগুলি ভালভাবেই বুঝতে পারে। তারপর যাত্রাপুস্তকের নাটক - মিশর থেকে উদ্ধারলাভ। সেটাও তারা মোটামুটি বুঝতে পারে। কিন্তু যখন তারা যাত্রাপুস্তকের শেষ তৃতীয়াংশে ও লেবীয় পুস্তকে পৌঁছায়, তারা আর ভালভাবে বুঝতে পারে না। তখন তারা কোন একজন স্থপতির নির্দিষ্ট কোন সারগ্রন্থ পাঠ করতে শুরু করে। এটা ঠিক তাই। এবং যখন আপনি

সেই সারগ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন, আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। যাত্রাপুস্তকের এই অংশ এবং সমগ্র লেবীয় পুস্তকটি উপাসনার সারগ্রন্থ।

কিভাবে উপাসনা করতে হয়, আমরা তা জানি না। ঠিক যেমন শিষ্যগণ যীশুকে, কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তা শেখাতে বলেছিলেন, ইস্রায়েল জাতির ও তৎসহ আমাদেরও প্রয়োজন, কিভাবে উপাসনা করতে হয়, তা শেখা। মণ্ডলীতে যেটিকে আমরা "উপাসনা পদ্ধতি" বলি, সেই পদ্ধতি অনুসারে, পুরোহিত অধিকাংশ সময়ে, লোকেদের দিকে পিছন ফিরে, বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। এইসব মণ্ডলীর ও যিহূদী সমাজগৃহের আরাধনা পদ্ধতির মূল নিহিত আছে, সেই ক্ষুদ্র আরাধনা তাম্বুতে, যেটি ঈশ্বর মোশিকে নির্মাণ করতে বলেছিলেন।

আমি মোশির জীবনের প্রতি এইভাবে দৃষ্টিপাত করতে চাই। যাত্রাপুস্তকের সব থেকে বড় সমস্যা হল দাসত্বের সমস্যা। সমাধান হল দাসত্ব থেকে উদ্ধারলাভ। ইস্রায়েল সন্তানদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেছিলেন। প্রয়োগিক অর্থে, যাত্রাপুস্তক যেমন উদ্ধার বা পরিত্রাণের এক উদাহরণ, মোশির জীবনও একজন উদ্ধারকারী হওয়ার অন্যতম বড় উদাহরণ।

মোশির কাহিনী

পাপের ক্ষমতা থেকে নিজেকে উদ্ধার করা, আপনার জীবনের সব থেকে বড় অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় বড় অভিজ্ঞতা হল, অন্য কাউকে উদ্ধার করার জন্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করা।

মোশির জীবন বিবেচনা করুন - তিনটি অধ্যায় - প্রতিটি ৪০ বৎসরব্যাপি দীর্ঘ। প্রথম ৪০ বৎসরে ঈশ্বর মোশিকে যে প্রধান শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেটা হল ঃ "মোশি, তুমি অতি সামান্য।"

কয়েকটি অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে, মোশি ফরৌণের রাজপ্রাসাদে লালিত পালিত হয়েছিলেন (যাত্রা ১-২:১০)। এটা ঘটেছিল, সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি যেন মনে করেন যে, তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি। তারপর তাঁর বয়স যখন প্রায় ৪০ বৎসর, সেই সময়ে ঈশ্বর তাঁকে আপাতভাবে বিশ্বাস করাতে সমর্থ হলেন যে, তিনি সত্যই একজন সামান্য ব্যক্তি (২:১১-১৫)।

মোশির জীবনের দ্বিতীয় চল্লিশ বৎসরে, ঈশ্বর তাঁকে দ্বিতীয় উপদেশ দান

করেছিলেন। এবার তাঁর মূল উপদেশ হল ঃ "মোশি তুমি একজন বিশেষ ব্যক্তি কারণ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি এবং আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।" তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বৎসরের শেষে, মোশি একদিন বাইরে গিয়ে ইব্রীয় দাসদের দুঃখ ক্লেশ লক্ষ্য করলেন এবং জানলেন যে তিনি নিজেও একজন ইব্রীয় দাস। যাত্রাপুস্তক ২ অধ্যায়, ১১ পদে বলা হয়েছে, "সেকালে এই ঘটনা হইল; মোশি বড় হইলে পর একদিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগের ভার বহন করিতে দেখিলেন; আর দেখিলেন, এক জন মিস্রীয়, এক জন ইব্রীয়কে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনকে মারিতেছে।" আর এই পদে যে ধারণা প্রকাশ করা হচ্ছে, তা হল এই যে, তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন এবং তারা তাদের দুঃখ ক্লেশের জন্য যে দুঃখ অনুভব করত, তিনি তাদের সঙ্গে সেই দুঃখ গভীর ভাবে অনুভব করলেন।

এই স্থলে, ঈশ্বর, মোশিকে একান্তভাবে বলেছিলেন ঃ মোশি এদের পরিত্রাতা হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এস, আমরা চল্লিশ বৎসরের জন্য "শিক্ষাক্ষেত্রে" যাই এবং এই সব লোকেদের, দাসত্ব থেকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়, চিন্তা করি। চল্লিশ বৎসর পর, মোশি যখন মরুভূমিতে অবস্থান করেন, তিনি দেখলেন একটা ঝোপ অগ্নিশিখাতে জ্বলছে। এখন মরুভূমির অত্যধিক উষ্ণতার জন্য, এটা সেখানে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। সাধারণতঃ পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ সব ঝোপ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হত। কিন্তু এই সময় ঐ ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছিল না, শুধুমাত্র জ্বলছিল। তখন সেখানে কি ঘটছে দেখার জন্য, মোশি ঐ ঝোপের কাছে গেলেন (৩:১-৩)। তারপর কি ঘটল লক্ষ্য করুন।

যখন সদাপ্রভু দেখলেন যে, মোশি ঝোপের দিকে তাকিয়েছেন ঈশ্বর ঝোপের মধ্য থেকে তাঁকে ডাকলেন, আর বললেন, "মোশি, মোশি"। এবং তিনি উত্তর দিলেন, "দেখুন, এই আমি।" তখন তিনি বললেন, "এ স্থানের নিকটবর্তী হইও না, তোমার পদ হইতে জুতা খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, উহা পবিত্র ভূমি।" তিনি আরও বললেন, "আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।" তখন মোশি মুখ ঢেকে ফেললেন, কারণ ঈশ্বরের দিকে তাকাবার সাহস তাঁর হল না (৪-৬)।

এই অনুচ্ছেদে, ঈশ্বর মোশিকে বলতে চাইছেন, ইস্রায়েলীয়দের ভয়ংকর দাসত্ব তিনি দেখলেন, এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এই দাসত্বের জন্য তাঁর সহানুভূতি বা কিছু করার ইচ্ছাও গুরুত্বপূর্ণ নয়। জ্বলন্ত ঝোপের কাছে, ঈশ্বর মোশিকে বলছেন যে মোশির ঈশ্বর

এই সমস্যা দেখেছেন এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু করতে চাইছেন। সেইজন্য ঈশ্বর মোশিকে বলছেন যে তাঁকে ফরৌণের কাছে যেতে হবে এবং ইস্রায়েলীয় লোকদের মুক্তি দাবী করতে হবে।

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, এটা মোশির পক্ষে কতবড় আঘাত? যখন মোশি একজন মিস্রীয়কে হত্যা করে, ঐসব লোকদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন, ঈশ্বর মোশিকে দেখিয়ে ছিলেন যে, তিনি একজন সমান্য ব্যক্তি। জ্বলন্ত ঝোপের কাছে ঈশ্বর মোশিকে বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি। মূলতঃ এই দুটি উপদেশ যে মোশি একজন সামান্য ব্যক্তি, এবং ঈশ্বর যখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তখন তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি - তাঁর বিনয় বৃদ্ধি করেছিল। ঈশ্বর মোশিকে এই উপদেশ দুটি দিয়েছিলেন, যেন মোশি মানবিক মাধ্যমরূপে, মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করতে পারেন।

কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সব সময় সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে হয় বাইবেলে, সব থেকে কম যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষকে ঈশ্বর তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আজকের দিনে যদি মানুষকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর আমাদের ব্যবহার করতে চান, যদি আমরা দেখতে চাই যে আমাদের কোন বন্ধু বা প্রিয়জন পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছে, আমাদের মনে রাখতে হবে ঃ আমরা উদ্ধারকারী নই। ঈশ্বরই সেই উদ্ধারকর্তা।

আমাদের জন্য একটি উপদেশ

বিনয়ী ব্যক্তি বুঝতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে কে কাজটি করছেন। একজন বিনয়ী ব্যক্তি বলেন, "ঈশ্বরের পরিকল্পনা এই যে, ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে, ঈশ্বরের শক্তি ব্যবহার করে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করবেন।"

যাত্রাপুস্তকে ঈশ্বর যেন এক দ্রাক্ষালতা। এই দ্রাক্ষালতার শাখা-প্রশাখা হওয়ার জন্য তিনি অন্বেষণ করছেন। একটি যন্ত্র ছাড়া ঈশ্বর কাজ করতে পারেন না। সেইজন্য ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর মোশিকে খুঁজে বার করবেন। কিন্তু তাঁর মোশিকে আহ্বান করার পর, তাকে তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য করবেন। তিনি তাকে বলবেন ঃ মোশি তুমি এক সামান্য ব্যক্তি। তুমি সেই একজন নও যে এটা করতে পারবে। মোশি, তুমি যখন এটা বুঝতে পারবে, তখন তুমি একজন বিশেষ ব্যক্তি হবে, যাকে আমি ব্যবহার করতে পারি। আর তোমার মধ্য দিয়ে আমি কাজ করতে পারব এবং যে নিজেকে এক সামান্য ব্যক্তি বলে জেনেছে, তুমি দেখবে অসামান্য রূপে তার মধ্য দিয়ে আমি কত বড় আশ্চর্যকাজ করতে পারি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

মানবিক প্রতিবাদ ও আত্মিক গোপনীয়তা

আমরা দেখেছি, ঈশ্বর কিভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের উদ্ধার করার জন্য মোশিকে প্রস্তুত করেছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, ঈশ্বরের উদ্ধারকার্যের মাধ্যম হওয়ার জন্য ঈশ্বর গোপন কথা তাঁকে বলেছিলেন এবং আমরা আরও দেখব পরিত্রাতা হওয়ার জন্য মোশি কিভাবে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

উদ্ধারকার্যের মাধ্যম হওয়ার জন্য, ঈশ্বরের গোপন কথা সংক্ষিপ্তভাবে একটিমাত্র উক্তি দ্বারা প্রকাশ করা যায় ঃ তুমি নও, কিন্তু আমিই উদ্ধারকারী। নিজের শক্তিতে তুমি কাউকে উদ্ধার করতে পার না। কিন্তু আমি পারি এবং মোশি, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। তুমি হয়তো এই সব লোকদের উদ্ধার করতেও চাও না, কিন্তু আমি চাই। এই গোপন কথাগুলি মোশির জন্য সত্য ছিল এবং সেগুলি আমাদের জন্যও সত্য। ঈশ্বর, জ্বলন্ত ঝোপের কাছে, সেই শিক্ষা মোশিকে দিয়েছিলেন।

মোশি সচেতন ছিলেন যে, তিনি ভালভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন না। এর অর্থ এই যে তিনি হয়তো স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতেন না অথবা তাঁর কথা বলার মধ্যে জড়তা ছিল। হয়তো তিনি তোতলা ছিলেন বা কথা বলতে বাধা পেতেন। সে যাই হোক, ঈশ্বর নিশ্চয় এ সব কিছু জানতেন এবং এসব সত্ত্বেও তিনি মোশিকে ফরৌণের কাছে গিয়ে, ইস্রায়েল সন্তানদের মুক্তি দাবী করতে বলেছিলেন। বস্তুতঃ, সম্ভবতঃ এইজন্যই ঈশ্বর তাঁকে চেয়েছিলেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ঈশ্বর অবশ্যই এই উদ্ধারকার্য্য করতে চেয়েছিলেন, যখন সেটি সম্পন্ন হল, সেটা কোন মানুষের প্রতিভায় নয় কিন্তু ঈশ্বরের নিজ শক্তির ফল। এইজন্য তিনি একজন ইব্রীয়কে, একজন মেষপালককে (যাদের মিস্রীয়গণ ইব্রীয়দের থেকেও বেশী ঘৃণা করত) চেয়েছিলেন, যে সম্ভবতঃ তোতলা ছিল, আর তাকেই তিনি ফরৌণের কাছে, তাঁর লোকেদের মুক্তি দাবী করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ঈশ্বর চান নি যে লোকেরা মুক্ত হওয়ার পর, এই কথা বলুক ঃ "ওঃ মোশি আমাদের উদ্ধার করেছে। ওঃ সে কি ভাল বক্তা। ওঃ, যখন সে ঐ লোকদের মুক্তি দাবী করছিল, আমি সেখানে ছিলাম। সে কি প্রাণবন্ত।" ঈশ্বর এইভাবে সেটা করতে চান নি। এইজন্য তিনি তাঁর মনোনয়ন ব্যক্তিকেই মনোনীত করছিলেন।

১১ পদের বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ঃ "মনুষ্যের মুখ কে নির্মাণ করিয়াছে? আর বোবা, বধির, মুক্তচক্ষু বা অন্ধকে কে নির্মাণ করে? আমি সদাপ্রভুই কি করি না?"

কোনো মানুষকে গ্রহণ করার জন্য আমরা এই ধরনের প্রশ্ন আগেও শুনেছি। আমার মনে হয়, ঈশ্বর এখানে যে উপদেশের কথা বলছেন, যোষেফের জীবনেও তিনি সে কথা বলেছিলেন ঃ তোমার জীবনের গতিশীলতা ঈশ্বরের রচিত। তুমি হয়তো কখনই বুঝতে পারবে না কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যেভাবে গড়তে চান, সেইভাবেই গড়েন। এবং ঈশ্বর মোশিকে বলছিলেন ঃ "যদি আমি একজন সুবক্তাকে চাইতাম, তাহলে তোমাকে সুবক্তা করে গড়তে পারতাম।"

এই স্থলে পৌঁছে, ঈশ্বর তাঁকে একটি ছোট্ট বস্তুগত উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "তোমার হস্তে, ওখানি কি?" এবং মোশি উত্তর দিলেন, "মেষপালকের যষ্টি"। তখন তিনি কহিলেন, "উহা ভূমিতে ফেল।" মোশি যখন সেটি মাটিতে ফেললেন, সেটি এমন এক বস্তু হয়ে গেল, যে ঈশ্বর সেটি মোশির কার্য্যজীবনে শক্তিশালী ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। "উৎসর্গ" শব্দের আক্ষরিক অর্থ "নীচে স্থাপন করা।" তারপর ঈশ্বর তাঁকে তার হাত বক্ষঃস্থলে দিতে বললেন এবং পুনরায় বার করতে বললেন। যখন তিনি তাঁর হাত বার করলেন, তার হাতে কুষ্ঠ হয়েছে। ঈশ্বর পুনরায় তাঁকে একই কাজ করতে বললেন এবং তাঁর হাত সুস্থ হয়ে গেল (যাত্রাপুস্তক ৪:২-৭)।

ঈশ্বর খুবই ধৈর্য্য সহকারে মোশির সমস্ত ওজর আপত্তি শুনেছিলেন। কিন্তু সব শেষে তিনি যখন ঈশ্বরকে বললেন, "বিনয় করি, যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, পাঠাও" (১৩) তখন ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। এখন আমি চিন্তা করি, ঈশ্বর যখন আপনাকে উদ্ধারকার্য্যের ভার দেন, আপনি কি এরূপ ওজর আপত্তি করেন? শেষে কি আপনি বলেন, "আমাকে নয়, অন্য কাউকে পাঠান।" শাস্ত্রে আমরা এমন অনেকের দেখা পাই, যাঁরা যথেষ্ট সৎভাবে ঈশ্বরকে বলেছেন, "ঈশ্বর, আমি এটা করতে চাই না।" মোশিও এখানে সেই কথাই বলছেন। এক অর্থে এটা ভাল কারণ যাঁরা করতে সম্মত হন, তাঁদের মনোভাব অনেক সময় সন্দেহভাজন হয়।

শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য মোশি গিয়েছিলেন। এবং তিনি সফল হয়েছিলেন। অবশ্য এই সাফল্য তাঁর নয়, কিন্তু ঈশ্বরের।

কোন কোন মানুষের দক্ষতা খুব বেশী কিন্তু তারা সহজপ্রাপ্য নয়। আবার অনেকের দক্ষতা খুব কম কিন্তু তারা খুবই সহজপ্রাপ্য। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, আপনার দক্ষতা বেশী বা খুব কম হতে পারে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপনার সহজ প্রাপ্যতা। ঈশ্বরের কাজ সব থেকে বড় দক্ষতা হল, সহজলভ্যতা। আমরা কে ও কি বা আমরা কি চাই, সেই কারণে নয় কিন্তু আমরা কে ও কি বা আমরা কি চাই, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের ব্যবহার করেন।

ঈশ্বর মোশিকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যগুলি শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেগুলি এই ক্ষুদ্র কবিতার মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় ঃ

চারটি আত্মিক গোপন কথা

আমি নয়, কিন্তু তিনি

আর তিনি আমার সঙ্গে আছেন।

আমি পারি না, কিন্তু তিনি পারেন

আর তিনি আমার সঙ্গে আছেন।

আমি চাই না কিন্তু তিনি চান

আর তিনি আমার সঙ্গে আছেন।

আমি করি নাই, কিন্তু তিনি করেছেন

কারণ তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন।

আমি এই চারটি মন্তব্যকে, 'চারটি আত্মিক গোপন কথা' বলে মনে করি। আমি একজন মানুষ হিসাবে বা সুসমাচার প্রচারক হিসাবে কাজ করতে পারি না, যদি না আমি আমার জীবনে ও প্রচার কার্য্যে এই চারটি আত্মিক গোপন কথা ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োগ করতে পারি। একটি ঝোপের কাছে, যেটি জ্বলছিল কিন্তু পুড়ছিল না, মোশি যে চারটি আত্মিক গোপনকথা শিক্ষালাভ করেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি, আপনিও সেগুলি প্রয়োগ করতে শিখবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহামারী, অলৌকিক ঘটনা ও উদ্ধারকার্য্যের অন্যান্য নীতি

এখন আমি যাত্রাপুস্তকে অঙ্কিত, উদ্ধারকার্য্যের কাহিনীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি পূর্বে যেমন বলেছি, উদ্ধার শব্দটি পরিত্রাণ শব্দের সঙ্গে সমার্থক। যখন যাত্রা পুস্তকে আমরা উদ্ধার কার্য্য, ঈশ্বরের লোকেদের পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা বিষয়ে উপস্থিত হই, আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখতে পাই। এর কারণ এই যে, ঈশ্বরের ক্ষমতা ব্যতীত, অতীতে বা বর্তমানে, পরিত্রাণের ন্যায় কিছু ঘটতে পারে না। যাত্রাপুস্তকে আমরা দেখি, দশটি মহামারী দ্বারা শুরু করে, এক অতি অসাধারণ উপায়ে, ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে।

মহামারী বা দশম আঘাত

দশম আঘাতের মূলকথা হল এক মহান সত্যের প্রদর্শিত চিত্র, যা আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সমগ্র বাইবেলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১ম যোহন ৪:৪ পদে লেখা আছে ঃ যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান্।" এটাই হল দশম আঘাতের মূলবার্তার উপাসনাগত প্রয়োগ।

যাত্রাপুস্তক ৫:১ পদে, মোশি ও হারোণ, ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করার জন্য ফরৌণের প্রতি প্রথম আঘাত হেনেছিলেন। কিন্তু ফরৌণ কেবলমাত্র অবজ্ঞা করেছিলেন। এটা তো একটা হাস্যজনক ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে তার কি অভিপ্রায় ছিল? যে যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছিলেন, ফরৌণের কাছে ছিল অর্থহীন ঃ "ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদের দেখা দিয়েছেন, সেইজন্য আমাদের যেতে দিন কারণ ঈশ্বর সেই কথাই আমাদের আপনাকে বলতে বলেছেন।"

এই কাহিনীতে আমরা পাপ বা মন্দের ক্ষমতা থেকে "উদ্ধারলাভের নীতিগুলিও" দেখতে পাই। যখন মোশি ঈশ্বরের লোকেদের মুক্তি দাবী করলেন এবং ফরৌণ তাদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করলেন, তখন মহামারী দেখা দিল এবং আঘাত আসতে থাকল। শেষ পর্য্যন্ত ঐ আঘাতগুলি প্ররোচনামূলক হয়েছিল। ধীরে, ধীরে ফরৌণ ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নতিস্বীকার করেছেন, মোশি ও ফরৌণের কথোপকথন লক্ষ্য করুন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে মোশি, আমাদের পরিত্রাতা, যীশু খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি এবং ফরৌণ হলেন শয়তানের প্রতিচ্ছবি, যার মধ্য দিয়ে মন্দের প্রতিফলন ঘটে। যদি আমরা মোশি ও ফরৌণের কর্মশক্তির গতিশীলতা বুঝতে পারি, তাহলে আজকের দিনে

আমাদের উদ্ধার বা পরিত্রাণের জন্য যীশু খ্রীষ্ট ও শয়তানের কর্মশক্তির গতিশীলতাও বুঝতে পারব।

উদাহরণস্বরূপ, লক্ষ্য করুন, মোশি যখন ইস্রায়েল সন্তানদের যাত্রার জন্য অনুমতি দাবী করলেন, যেন তারা ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করতে পারে, যাত্রাপুস্তক ৮:২৫ পদে ফরৌণ কি বলছেন ঃ "তোমরা যাও, দেশের মধ্যে তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর।" তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান করতে পার, কিন্তু সেটা মিশরেই করতে হবে। তোমরা মিশর পরিত্যাগ করতে পারবে না।

আরও কতকগুলি আঘাতের পর, ফরৌণ পুনরায় সেই লোকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য, যাত্রার অনুমতি দিলেন, কিন্তু একটি আপোষ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে বললেন, "আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি; তোমরা প্রান্তরে গিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর; কিন্তু বহুদূর যাইও না" (২৮ পদ)। এখানেও আমরা এই নূতন বিশ্বাসীর উপর কিভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল, তার একটা চিত্র দেখতে পাই। "ঠিক আছে, তুমি যদি একজন খ্রীষ্টীয়ান হতে চাও, এগিয়ে যাও কিন্তু তুমি ধর্মোন্মাদ হয়ো না। আমি আশা করি, তুমি এই বিষয়টির জন্য বহুদূরে যাবে না বা বিষয়টির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করবে না।"

দশ অধ্যায় ৮-১০ পদে আমরা দেখি, আরও কয়েকটি আঘাতের পর, ফরৌণ অনেকটা নরম হলেন। "ঠিক আছে, তোমরা যেতে পার কিন্তু তোমাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে পারবে না। তাদের মিশরেই রেখে যাও।" যখন শয়তান আমাদের বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে না, সে তখন আমাদের সন্তানদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে বহু মানুষ নিজেরা বিশ্বাসী হলেও তাদের সন্তানদের মিশরে পরিত্যাগ করে রেখে দেয়। আরও কতকগুলি আঘাতের পর ফরৌণ বলেছিলেন, "যাও সদাপ্রভুর সেবাকর গিয়া; কেবল তোমাদের মেষপাল ও গোপাল থাকুক" (যাত্রাপুস্তক ১০:২৪)। এটা যেন, শয়তানের প্রস্তাব, - আমরা যেন আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাদের ধনসম্পদ না আনি।

আমি বিশ্বাস করি, এটাই শয়তানের যুদ্ধ পদ্ধতি, যা এখানে ফরৌণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। উদ্ধারের প্রথম নীতি হল ঃ শয়তানের সঙ্গে কখনোই আপোষ করো না। মিশরে (পৃথিবীতে) থাকার জন্য মন্দ দ্বারা কখনও আপনাকে প্রলোভিত হতে দেবে না।

আপনার বিশ্বাসের প্রতি বিমুখ হবেন না, আপনার সন্তানদের মিশরে পরিত্যাগ করবেন না বা আপনার ধনসম্পদ মিশরে রেখে আসবেন না।

অলৌকিক কাজ

আপনি যদি ইতিমধ্যেই, অধিকাংশ লোকের মত, পাপে নিমজ্জিত থাকেন, তাহলে মুক্তির উপায় কি? যাত্রাপুস্তকে আমাদের বলা হয়েছে ঃ পাপের শৃঙ্খল ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার একটি অলৌকিক কাজ প্রয়োজন। আমরা এই ধরনের অলৌকিক কাজ দেখতে পাই উদ্ধারপর্বে ও লোহিত সাগর অতিক্রম করার চিত্রে। ঐ সকল অলৌকিকতার মধ্য দিয়ে, ফরৌণের কাছ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের চূড়ান্ত উদ্ধারকার্য প্রতিফলিত হয়েছে।

চূড়ান্ত আঘাত হল, ঈশ্বরের ক্রোধ, যা মিশরের প্রত্যেকটি প্রথমজাত সন্তানের প্রাণ হরণ করেছিল। যখন ঈশ্বরের মনোনীত জাতি নিস্তারপর্ব পালন করল, ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হল। যীশু নিস্তারপর্ব ও আমাদের পরিত্রাণের মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করে, তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু, নিস্তারপর্বে অঙ্কিত সব কিছুকে পরিপূর্ণরূপ দান করেছে (লূক ২২:১৬)।

মোশি ও ফরৌণের সমস্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ফরৌণ প্রথমে ইস্রায়েল সন্তানদের মুক্তি দিতে চান নি। কিন্তু ক্রমে তাঁর মন পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি বললেন "তোমরা যেতে পার।" কিন্তু মহামারী যখন প্রশমিত হল, তিনি বললেন, "তোমরা যাবে না।" এমন কি তাদের মুক্তি দেওয়ার পরেও তাঁর হৃদয়ে একটি পরিবর্তন এসেছিল। যখন ঈশ্বরের লোকেরা লোহিত সাগরে বাধা পেলেন, তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন, মনে হয় ফরৌণ তখন তাদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তখন এই ইস্রায়েল সন্তানদের আরও একটি অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন হয়েছিল।

ঈশ্বর তাঁকে যেমন বলেছিলেন, মোশি সেইরূপ করেছিলেন, এবং অবশিষ্ট কাহিনী তো আমাদের সুপরিচিত। জল দুপাশে উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় দুভাগ হয়ে গেল এবং ইস্রায়েল সন্তানগণ শুষ্ক ভূমির উপর দিয়ে পার হয়ে গেল। যখন মিস্রীয় সৈন্যগণ ইস্রায়েল সন্তানদের ধরার চেষ্টা করল, সেই প্রাচীর ভেঙ্গে গেল, এবং মিস্রীয় সৈন্যদল জলে নিমজ্জিত হল, (১৪:২১-২৮)।

যখন আমরা পুরাতন নিয়মের অলৌকিক ঘটনা পাঠ করি, তখন আমাদের স্থির করতে হয়, আমরা অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলি বিশ্বাস করবো অথবা বিশ্বাস করব না। আমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি। এই কাহিনী যেভাবে লিখিত হয়েছে আমি ঠিক সেইভাবে কাহিনীটি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি ঘটনাটি ঠিক এইভাবেই ঘটেছিল। আমি বিশ্বাস করি এই কাহিনী আমাদের পরিত্রাণের চিত্র প্রদর্শন করে। আপনাকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর অলৌকিক কার্য সাধন করেন। আমাকেও উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরকে অলৌকিক কার্য সাধন করতে হয়। নিস্তারপর্ব ও লোহিত সাগরের অলৌকিকতা এই চিত্রই আমাদের জন্য প্রদর্শন করেছে।

যখন ইস্রায়েল সন্তানগণ লোহিত সাগর পার হয়ে প্রান্তরে উপস্থিত হল, তাদের সামনে অসংখ্য নূতন সমস্যা দেখা দিল। এই শূন্য স্থানে ঐ সব লোকেরা কি ভোজন করবে ও কি পান করবে? প্রায় দুই থেকে তিন লক্ষ মানুষের খাদ্য ও পানীয় প্রয়োজন। কি করবেন, মোশির সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ঈশ্বর সবই জানতেন।

ঈশ্বর পুনরায় তাদের জন্য এলেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আরও অলৌকিক কাজ করলেন। একদিন প্রাতঃকালে তারা উঠে দেখল, চারিদিকে ভূমির উপর এক ধরনের সাদা বস্তু পড়ে আছে। তারা বলল, "এগুলো কি" ইব্রীয় ভাষায় "এটা কি" শব্দ দ্বয়কে বলা হয় "মান্না" আর তারা সেই বস্তুর নাম দিল মান্না। তখন থেকে প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে তারা মান্না পেয়েছিল।

ইস্রায়েল সন্তানগণের জন্য ঈশ্বর যে খাদ্য যুগিয়ে ছিলেন, তা তাদের যথেষ্ট পুষ্টি দিয়েছিল কারণ মান্না ভক্ষণ করে তারা চল্লিশ বৎসর বেঁচে ছিল। এই অতিপ্রাকৃতিক সরবরাহ ব্যবস্থা আপনার ও আমার প্রয়োজনীয় এক অলৌকিক ঘটনার ইঙ্গিত করে - জীবনী-শক্তি। আপনার জীবনী শক্তির উৎস কে বা কি? আপনি কি আপনার দেশের অর্থনীতির উপর নির্ভর করেন অথবা নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নিজ সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেন? আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের প্রকৃত উৎস হলেন ঈশ্বর। আমরা যখন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তিনি আমাদের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু দিয়ে থাকেন। তারা প্রত্যেক দিন এই মান্না সংগ্রহ করতেন, যার সঙ্গে যীশুর উপদেশের সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। যীশু আমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে এই প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, "আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও।" ভোজনের পূর্বে আমরা যখন আমাদের খাদ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আমরা স্বীকার

করি যে, ঈশ্বর ঐ খাদ্যের উৎস এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর উৎস। চল্লিশ বৎসর যাবৎ প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবারকালে, ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের খাদ্য সরবরাহ, আমাদের জন্য ঈশ্বরের সরবরাহ ব্যবস্থার সত্যতা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাদের পরিত্রাণ

যাত্রাপুস্তকে, আমরা আমাদের পরিত্রাণের মূলভিত্তি ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাসনা পদ্ধতিও আবিষ্কার করি। ইস্রায়েল সন্তানদের উদ্ধারের অন্তর্নিহিত অনুষ্ঠান, এখন আমাদের পরিত্রাণের অন্তর্নিহিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মেষ উৎসর্গ করে তার রক্ত তাদের গৃহের দরজার উপরে ও দুই পার্শ্বে লেপন করতে বলেছিলেন। এটি খ্রীষ্টের ক্রুশের চিহ্ন, যার ফলে আমাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায়। আমাদের জন্য ঈশ্বরের মেষশাবক যীশুকে উৎসর্গ হতে হয়েছিল এবং তার রক্তই আমাদের উদ্ধার করে। নিস্তার-পর্বের মেষশাবকের ন্যায় যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক।

আমার প্রার্থনা এই যে, যাত্রাপুস্তক পাঠের মধ্য দিয়ে, আপনি যেন দেখতে পান, যে অলৌকিক কার্যাবলী ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করে ছিল, সেই একই অলৌকিক কার্যাবলী, আজকের দিনে আমাকে ও আপনাকে যেন উদ্ধার করে।

ষোড়শ অধ্যায়

দশ আজ্ঞার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মর্মার্থ

যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭ পদে যে দশটি আজ্ঞা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, আমি এখন সেই দশ আজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই দশটি আজ্ঞার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম শতাধিক আজ্ঞার মর্মকথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

দশ আজ্ঞা দুটি প্রস্তর খণ্ডের উপর লেখা হয়েছিল। একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর চারটি আজ্ঞা ছিল, যেগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিচালনা করে ঃ

১। আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।

২। প্রতিমা পূজা করিও না।

৩। আমার নাম অনর্থক লইও না।

৪। বিশ্রাম দিন পবিত্ররূপে স্মরণ করিও।

এই চারটি আজ্ঞা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করে।

দ্বিতীয় প্রস্তর খণ্ডে ছয়টি আজ্ঞা লিখিত ছিল এবং এই ছয় আজ্ঞা মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিচালনা করে।

৫। পিতা মাতাকে সমাদর করিও।

৬। নরহত্যা করিও না।

৭। ব্যভিচার করিও না।

৮। চুরি করিও না।

৯। মিথ্যা কথা বলিও না।

১০। লোভ করিও না।

আসুন, আমরা এই দশ আজ্ঞার প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের জন্য, এগুলির প্রতি আরও নিবিড়ভাবে দৃষ্টিপাত করি।

প্রথম আজ্ঞায় বলা হয়েছে, "আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।" সাধারণতঃ বলা হয় বাইবেল মাত্র দুটি শব্দ — "প্রথমে ঈশ্বর"- দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এটাই প্রথম আজ্ঞার মূল নীতিকথা বা মর্মকথা।

দ্বিতীয় আজ্ঞায় কোন খোদিত প্রতিকৃতি বা স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে, এমন কোন বস্তুর মূর্তি নির্মাণ করে, সেটিকে ঈশ্বর বলতে নিষেধ করা হয়েছে। আক্ষরিকভাবে এই আজ্ঞায় প্রতিমাপূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য এই নিয়মের মর্মকথা অনেকটা এইরূপ ঃ ঈশ্বর আত্মা। আমাদের বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছে আসার নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বর

আত্মা, আমাদের বিশ্বাসের বস্তু সব সময় অদৃশ্য থাকবে। এইভাবেই ঈশ্বর তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চান আমরা যেন বিশ্বাসে তাঁর কাছে উপস্থিত হই। যদি আমরা বস্তুগত বা দৃশ্য কোন কিছু নির্মাণ করার চেষ্টা করি, আর বলি যে সেটাই ঈশ্বর, তাহলে আমরা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি।

তৃতীয় আজ্ঞা হল, আমরা যেন অনর্থক তাঁর নাম উচ্চারণ না করি। যদিও অধিকাংশ মানুষ মনে করে, এর অর্থ ভক্তিহীনভাবে ঈশ্বরের নাম নেওয়া উচিত নয় কিন্তু এই আজ্ঞার মর্মকথা আরও বিস্তৃত। এই আজ্ঞায় প্রকৃতপক্ষে এই কথা বলা হচ্ছে ঃ যে কোন সময়ে, এমন কি উপাসনার সময়েও, যখন আপনি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করবেন, আপনাকে স্মরণ করতে হবে ঈশ্বর কে এবং তাঁর নাম অনর্থক নেবেন না বা তাঁর নাম যে উদ্দেশ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত সেই নাম উচ্চারণ করবেন না। এমন কি যখন আমরা তাঁর উপাসনা করি, তখনও তাঁর নাম অমনোযোগীভাবে, চিন্তাশূন্যভাবে বা অশ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করব না।

চতুর্থ আজ্ঞায় আমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে বিশ্রামবার স্মরণে রাখতে হবে এবং পবিত্রভাবে পালন করতে হবে। আক্ষরিকভাবে, ব্যবস্থা পুস্তকগুলিতে শতাধিক আজ্ঞা দ্বারা এই আজ্ঞার বহুবিধ প্রয়োগবিধি প্রদত্ত হয়েছে। এই আজ্ঞা থেকে বহুবিধ যিহূদী নিয়মকানুন গড়ে উঠেছে, কিন্তু এই আজ্ঞার মূলনীতির সঙ্গে প্রথম আজ্ঞার সাদৃশ্য আছে ঃ আপনার জীবনে ঈশ্বরকে প্রথম স্থানে রাখবেন। শুধু তাঁর জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করে রাখবেন। বিশ্রামদিনের নীতির আর একটি প্রয়োগ হল, সাধারণ বিশ্রাম। এই চতুর্থ আজ্ঞার মূলনীতি ভঙ্গ করার জন্য প্রচুর ধ্বংস ও অগ্নিকাণ্ড সাধিত হয়েছে।

যখন আপনি দ্বিতীয় প্রস্তর খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, আপনি আপনার জীবনে অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধীয় আজ্ঞাগুলি দেখতে পান। প্রথমটি অবশ্য আপনার পিতামাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁরাই হলেন সেই সব ব্যক্তি, যাদের জন্য আপনাকে কিছু না কিছু করতে হয়। এই পঞ্চম আজ্ঞায় পিতামাতাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে। এটাই হল একমাত্র আজ্ঞা, যার মধ্যে একটি অঙ্গীকার আছে ঃ যদি তুমি তোমার পিতামাতাকে সম্মান কর, তাহলে এ জগতে তুমি দীর্ঘায়ু হবে (১২)। লক্ষ্য করুন, এই আজ্ঞা দ্বারা আপনার পিতামাতাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে। তাঁদের বাধ্য হওয়ার কথা কিন্তু বলা হয় নি। বাইবেলে ছোট ছেলেমেয়েদের পিতামাতার বাধ্য হতে বলা হয়েছে। তারা শৈশবে

পিতামাতার বাধ্য থাকবে। কিন্তু এই আজ্ঞা প্রাপ্ত বয়স্কদের দেওয়া হচ্ছে। আর তাদের পিতা ও মাতাকে সমাদর ও শ্রদ্ধা করার আদেশ করা হচ্ছে। একটি কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা আপনার সন্তানদের দেখিয়ে দেয়, তারা কিভাবে আপনাকে সমাদর করবে।

পরবর্তী আজ্ঞায় আমাদের নরহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে আক্ষরিকভাবে বলা হচ্ছে না, "তুমি হত্যা কর না।" কারণ বাইবেলের নানাস্থানে ঈশ্বর মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন (আদিপুস্তক ৯ অধ্যায় এবং রোমীয় ১৩ অধ্যায়)। এই আজ্ঞার মর্মকথা হল, জীবন ঈশ্বরের হাতে, ঈশ্বর জীবন দান করেন এবং জীবন নেওয়ার একমাত্র অধিকার ঈশ্বরের।

সপ্তম আজ্ঞায় আমাদের ব্যভিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই আজ্ঞার মর্মকথা হল, যেটাকে আমরা "সন্তানদের অধিকার" বলতে পারি। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এই যে ব্যক্তিদের নিয়ে, তাদের পরস্পরের সঙ্গী করে দেওয়া, যেন তারা পিতামাতা হতে পারে এবং সন্তান উৎপাদন করে, যারা সঙ্গী হবে ও পিতামাতা হতে পারবে। বিবাহ এক নিরাপদ পটভূমি, ঈশ্বর চান সন্তানেরা তার মধ্যে লালিত পালিত হোক এবং জীবনের মুখোমুখি হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করুক। সন্তানদের নিরাপত্তা, সেইজন্য, বিবাহিত দম্পতির দায়বদ্ধতা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে। আমি বিশ্বাস করি, এই আজ্ঞার মর্মে ঐ সত্যই নিহিত আছে। ঈশ্বর যখন আদেশ করছেন, "ব্যভিচার করিও না", তিনি পরিবার ও সন্তানদের কথাই চিন্তা করছেন।

অষ্টম আজ্ঞা হল ঃ "তুমি চুরি করিও না।" এই আজ্ঞার মর্মকথা হল, ঈশ্বর শৃঙ্খলার ঈশ্বর। তাঁর অনুগ্রহে ও আমাদের বপন ও ছেদনের উপর ভিত্তি করে, আমরা জীবনে বহু সম্পদ সঞ্চয় করি। যদি আমরা চুরি করি, তাহলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত শৃঙ্খলা ভঙ্গ করি। ঈশ্বর মনোনীত এই ব্যবস্থা, এই আজ্ঞার মর্মার্থ।

নবম আজ্ঞাটি এই - "তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।" এটি এমন এক আজ্ঞা, যার প্রতি অধিকাংশ লোক যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না। আমরা বড় মিথ্যা ও ছোট মিথ্যা, সাদা মিথ্যা ও কালো মিথ্যা এই ধারণার ভিত্তিতে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। মিথ্যা বলার সবথেকে চতুর উপায় হল, প্রসঙ্গ ছাড়া সত্যটা বলা বা সত্যের এক অংশমাত্র বলা। যখন লোকে অন্যের চরিত্র হনন করতে চায়, তারা এ ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠে। কিন্তু এই আজ্ঞা দ্বারা সবই মিথ্যা হয়ে যায়, যখন এর দ্বারা সহজভাবে বলা যায় ঃ "তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না"।

আপনি কতটা চাতুর্য্য সহকারে এটা করছেন, তাতে কিছু যায় আসে না। যদি আপনি বড় বা ছোট, কিছু বাদ দিয়ে বা কিছু যোগ করে, একটা ভ্রান্ত ধারণা দিতে চান, আপনি নবম আজ্ঞা ভঙ্গ করেন। নবম আজ্ঞার মর্মার্থ হল, আপনি কথায়, আচার-আচরণে বা অন্য উপায়ে কেবলমাত্র যথার্থ সত্যটি প্রকাশ করবেন।

সর্বশেষ আজ্ঞায় আমাদের লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই আজ্ঞার মর্মার্থ ও "চুরি করিও না" এই অষ্টম আজ্ঞার মর্মার্থের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। আমাদের নিজস্ব স্বত্ব সম্পর্কে ঈশ্বরের একটা ইচ্ছা আছে। আমাদের স্বামী বা স্ত্রী, পরিবার, গৃহ, পদমর্যাদা, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, আমাদের স্বত্ব সম্পর্কে ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে। শাস্ত্রানুসারে আমরা নিজেদের অন্য লোকের সঙ্গে তুলনা করব না। আমরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয় ব্যক্তিবিশেষ। ঈশ্বর যখন আপনাকে তৈরী করেছেন, এবং আমাকে তৈরী করেছেন, তিনি ছাঁচটি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। তিনি চান না যে আমরা অন্য কারও অনুরূপ হবো। তিনি চান না যে অন্য কেউ আমাদের অনুরূপ হোক। এখন এটা যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা অন্যের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করব না এবং অন্যের কোন বস্তুতে লোভ বা কামনা করব না। লোভ বা কামনা এটাই দেখায় যে, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা অপরিতৃপ্ত। আমি বিশ্বাস করি এটাই দশম আজ্ঞার মর্মার্থ।